إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও
সত্য চিরকালই সত্য
এবং
সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও
মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।

—হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা
২০ই সফর, ১৪১২ হিঃ ।। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৯৮ বাংলা ।। ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯১ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৪র্থ সংখ্যা — পৃষ্ঠা নং

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে — ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ, সদর মুরব্বী — ৪

অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী — ৫

জুমুআর খুৎবা : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী — ৬

ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসা '৯১
মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী — ১৫

তারা কারা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর — ১৭

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী — ১৮

কবিতা : শ্রেষ্ঠ আত্মার স্মৃতিচারণ
জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী — ২৫

সম্রাটগণের নিকট রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্র
অনুবাদক : জনাব আব্দুল্লাহ্ শাম্‌স বিন তারেক — ২৮

সংবাদ — ২৯

সম্পাদকীয়

কথায় কথায় মৃত্যুদণ্ড ইসলামে নেই

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানুষের দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে উপনীত হওয়ার পথ বাতলে দেয়। এমন কি ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, আল কুরআনের শিক্ষার পুরোপুরি অনুসরণ করলে প্রতিটি মানুষ অল্প দিনের মধ্যে সোনার মানুষ তথা আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে পরিণত হতে পারে। কুরআনের শিক্ষা এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, এ শিক্ষা বাস্তব জীবনে রূপায়ণে অন্য কারও সাহায্য সহযোগিতা না হলেও চলে। কুরআনের এক অংশ আর এক অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করে। সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যার যখন অপব্যবহার হয় বা কুরআনের মত কামেল কিতাবের উপর যখন হাদীসের প্রাধান্য দেয়া হয় তখন মনে বড় ব্যথা পাই।

কিছুদিন পূর্বে দৈনিক 'ইনকিলাবে'র 'এদেশ—বিদেশ' শিরোনামের উপসম্পাদকীয়তে 'পর্যটক'-এর নিম্নবর্ণিত উক্তিটি লক্ষ্যণীয়—আল্লাহ্‌র রসূল তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত হত্যাকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ তিনটি ক্ষেত্র হলো : (১) হত্যার বিনিময়ে হত্যা, (২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার এবং (৩) ধর্মত্যাগ।

আমরা লেখকের সাথে বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা আল্ কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি জন সমক্ষে তুলে দিয়ে এটা বলতে চাই যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মূর্তিমান কুরআন। সারা জীবন কুরআনের শিক্ষাকে তিনি নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে গেছেন এবং সাহাবাদের জীবনেও রূপায়িত করেছেন। তাই কি ভাবে এ কথা বলা যায় যে, মৌখিকভাবে তিনি আল কুরআনের নিম্নোক্ত শিক্ষার পরিপন্থী শিক্ষা প্রদান করেছেন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট, ১৯৯১ইং ঃ ৩১শে যহুর, ১৩৭০ হিঃ শামসী ঃ ১৫ই ভাদ্র, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌ বাকারা-২

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক, (২১২) এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্‌ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব, আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন (২১৩) করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (২১৪) (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ (২১৫) সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমা, অতএব, তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না, এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

২১২। কি চমৎকার ভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করিয়াছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বর্ণনা করিয়াছে! এই আয়াত বলিতেছে—বিবাহের উদ্দেশ্য হইল দম্পতির শান্তি লাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তাহাই (৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হইতে রক্ষা করা।

২১৩। "আফা আল্লাহ্‌ আন্‌হু" অর্থ আল্লাহ্‌ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার কাজ কর্ম ঠিক করিয়া দিলেন, আল্লাহ্‌ তাহাকে সম্মান দিলেন। ইহার অন্য এক অর্থ হইল, আল্লাহ্‌ তাহাকে উদ্ধার করিলেন (মুহীত)।

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত্রি অতি মাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু অঞ্চলে) সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ প্রতি ১২ ঘন্টার হিসাবে গণনা করিতে হইবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্‌ সায়াত)

২১৫। এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমন কিংবা তৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা, রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছানোর জন্য দিবা-রাত্র জেহাদ করার নামই এ'তেকাফ।

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ (২১৫-ক) তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে (২১৬) গ্রাস করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার। ২৩ রুকু

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের (২১৭) উপকরণ স্বরূপ। এবং ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ (২১৮) দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাইতেছে।

২১৬। রোযা রাখার নির্দেশ, মুসলমানদের উপর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় ব্যাপী খাদ্য-পানীয় হইতে বিরত থাকে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ তাহারা যেন সজ্ঞানে অবৈধ উপার্জ্জন হইতে আত্মরক্ষা করে। কথাচ্ছলে, এই আয়াত ঘুষ দেওয়া-নেওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

২১৭। ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময়ে নামায পড়ার হুকুম আসিয়াছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, পাঁচ বার নামায পড়ার সময় নির্দ্ধারণ এবং রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়! আবার যখন কোন ধর্ম-কর্মের সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশ বিশেষের জন্য নির্ধারিত করা হয় তখন চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, যথা: রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্দ্ধারণে। এইভাবে, ইসলাম উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া উভয় পদ্ধতিকেই ইসলাম সম্মত মনে করে।

২১৮। "ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর" এই বাক্যটি একটি নীতি নির্দ্ধারণী বাক্য। উপাসনার বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য ঐ উপাসনার উপকারিতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক সময়কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা করিয়া উপাসনা সংযুক্ত রাখার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। অত্যুৎসাহী বিশ্বাসীগণের এইরূপ প্রশ্ন যে, রমযানের মত অন্যান্য মাসেও অন্যান্য ধরণের উপাসনা থাকা দরকার,

এইরূপ কথাকে গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া, "পিছনের দিকের দেয়াল দিয়া প্রবেশ করার" সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। আসল বস্তুটি হইল ইবাদত, সময় হইল গৌণ কিন্তু প্রশ্নটিতে সময়কে মুখ্য ও ইবাদত গৌণ দেখাইতেছে। ইহা যেন ঘোড়ার সামনে গাড়ী বাঁধার মত। কথাটিতে পৌত্তলিক আরবদের একটি কুপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা মক্কায় হজ্জ করিতে যাইয়া কোন কারণে হজ্জ না করিয়া গৃহে ফিরিত, তাহা হইলে তাহারা সম্মুখ দ্বারা দিয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া, পিছন দিকের দেয়াল টপকাইয়া গৃহে আসিত। আয়াতটি এই বদ অভ্যাসকে নিন্দা করিতেছে, কেননা এরূপ করাতে কোনই পুণ্য নাই। পুণ্য তো একটা আধ্যাত্মিক বিষয়, যাহা আধ্যাত্মিক কর্মের ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আয়াতটিতে এই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য (বুখারী কিতাবুত তফসীর)

(৪র্থ পাতার পর)

আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) আরও অনেক সাহাবীদের মালী কুরবানীর ঘটনাসমূহ আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে আছে। খোদার রাস্তায় এভাবে দাও যেন তোমার মনে কোন আশংকা না থাকে যে, তোমার মাল শেষ হয়ে যাবে। প্রকৃত রিযিক দাতা তো আল্লাহ্। তিনিই মানুষের অভাব মোচনকারী। মানুষ যদি খোদাকে রিযিকদাতা মনে করে তাহলে তো তার আর চিন্তা নেই। খোদাতা'লা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের অভিভাবক। যদি তোমরা আমার উপর ভরসা কর তা হলে আমি তোমাদের সকল সমস্যা সমাধান করবো। বর্তমান যুগে ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন মালী কুরবানীর। বর্তমানে ইসলামের শত্রুগণ তাদের সকল প্রাচুর্য নিয়ে মাঠে নেমেছে তৌহীদকে মিটানোর জন্য। এহেন অবস্থায় ইসলামের হেফাযতের জন্য প্রয়োজন প্রচুর মালী কুরবানীর যাতে করে ইসলামী শিক্ষা প্রচার করে মানবজাতিকে তৌহীদের দিকে আহ্বান করা যায়। আজ আমাদের হাতে ইসলামের পতাকা দেয়া হয়েছে তাই আমাদের কর্তব্য আমরা যেন সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের ধনের ভাণ্ডারকে খুলে দিই। নতুবা হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর বাণী অনুযায়ী তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর রাস্তায় বেশী বেশী মালী কুরবানী করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

হাদিস শরীফ

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

মালী কুরবানী

কুরআন :

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مأة حبة ط والله يضاعف لمن يشاء ط والله واسع عليم ٥

(البقرة : ٢٦٢)

অর্থাৎ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে এক শত শস্য বীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যার জন্য চাহেন বৃদ্ধি করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী (বাকারা : ২৬২)।

হাদীস :

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما قالت قال لى النبى صلى الله عليه وسلم لا توكى فيوكى عليك و فى رواية لا تحصى فيحصى الله عليك (مشكواة)

অর্থাৎ আসমা বিন্তে আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন যে, তুমি নিজের ধন দৌলতে গিঁঠ মেরোনা (অর্থাৎ আবদ্ধ করে রেখো না) নতুবা তোমার উপর গিঁঠ মেরে দেয়া হবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তুমি গণনা করে দিও না নতুবা তোমাকে গণনা করে দেয়া হবে। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্র নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে খোদার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উপকরণসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত করে আসছেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করাকে খোদার সান্নিধ্য ও পুণ্য অর্জনের উপায় বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইসলাম মানুষকে তার প্রিয় বস্তু খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করতে বলেছে এবং ইহাকে প্রকৃত পুণ্য অর্জনের অবলম্বন বলেছে। সুতরাং আমাদের নবী (সাঃ) এর যুগ হতে আমরা মালী কুরবানীর বহুল দৃষ্টান্ত দেখে আসছি। স্বয়ং প্রিয় নবী (সাঃ) ও তাঁর কাছে যা কিছু থাকত খরচ করে দিতেন। হযরত

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

মাওলানা ফিরোজ আলম, সদর মুরব্বী

যুগের চাহিদা

"প্রকৃতপক্ষে এটা মুসলমানদের নিজেদের ত্রুটি যারা নিজেদের নিষ্পাপ বাচ্চাদের কুরআন এবং ইসলামের আবশ্যিক জ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা ছাড়াই তাদের স্কুল এবং কলেজে পাঠিয়ে দেন। মেনে নিলাম যে, জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর জন্য ফরয যেভাবে হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة কিন্তু প্রথমে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য যখন বাচ্চারা ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবে তারা ইসলামের তত্ত্ব ও জ্যোতিঃ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবে তখন তাদের প্রথাগত জ্ঞান দানে কোন বাধাবিপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল মুসলমানদের বর্তমান ঝোঁক অত্যন্ত ভয়ানক। দেখ! একজন মহিলাকে প্রথমে বারবণিতা বানিয়ে পরে যদি তওবা করানো হয় তাহলে কি ধরণের তওবা হবে? মদ, কুকর্ম এবং লাগামহীন জীবন যাপন তার দ্বিতীয় অভ্যেস হয়ে যাবে। প্রথমে তো তওবা করাই তার জন্য কঠিন, অধিকন্তু তওবা করলেও তা কিরূপ তওবা হবে? ইহা সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। তদ্রূপ অবস্থা ঐ সমস্ত ছেলেদের যাদেরকে প্রথমে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিষাক্ত শিক্ষা দিয়ে স্বয়ং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করা হয় এবং পরে তাদের নিকট প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা ইসলামেরও ভক্ত হোক।

আমাদের বিশ্বাস এই যে, কোন দর্শন এবং বিজ্ঞান নিজের বর্তমান অবস্থা থেকে হাজার গুণ উন্নতি করলেও কুরআন এমন একটা পরিপূর্ণ কিতাব যে, এই নতুন শিক্ষা কখনও ইহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা কিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, যার সম্পর্কে আমরা অবহিত যে, কুরআনের শিক্ষার ধারণাই সে রাখে না এবং এদিকে সে কখনো মনোযোগও দেয়নি বরং কুরআন শরীফের একটা ছত্রও মনোযোগ ও মনোনিবেশ সহকারে কখনও পড়ে নি।

নারী শিক্ষা

পুনরায় অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো যে, নারী শিক্ষা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি বলেন, হাদীসে রয়েছে যে,..... طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

(অবশিষ্টাংশ ১৪ পাতায় দেখুন)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[২২-২-৯১ তারিখে লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

(১ম ও ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

১৯৪৭ সনে জাতিসংঘে যখন ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে আলোচনা চলছিল তখন ইসরাঈলীরা মুসলমানদের তিরস্কার করে বলেছিল যে, "আমাদের অধিকার আছে।" এবং তোমাদের তো আমাদিগকে আমাদের ঘর হতে বের করে দেয়ার অভ্যেস আছে। তোমরা বানু কায়নুকা ও বানু নাযিরের সাথে যে ব্যবহার করেছে আমরা আজও তা ভুলি নি। ইহা তো এক আশ্চর্যজনক স্মৃতি। ইহুদীরা কল্পিত অত্যাচারের এক টুকরা স্মরণকে ১৪০০ বছর ধরে জীবিত রেখে আসছে অথচ কত কত বাস্তব উপকারও অনুগ্রহকে ভুলে বসেছে। ইহা এক অসাধারণ জাতি যারা এই কথা ভুলে গিয়েছে যে, ১৪৯০ সনে যখন 'ইসাবেলা' এবং 'ফারডিনেণ্ড' ইহুদীদিগকে স্পেন হতে বহিস্কারের আদেশ দিল তার পূর্বে দুই শত বছর ক্রমাগত ইহুদীদের উপর সেখানে অত্যাচার চলছিল। কিন্তু সে অত্যাচার কঠোর হওয়া সত্বেও ইহুদীগণ সেখান হতে বের হয়ে যাবার ফয়সালা করেনি। শেষ পর্যন্ত তাদিগকে বলপূর্বক খৃষ্টান বানানো হল এবং যখন বহু সংখ্যক ইহুদী খৃষ্টান হয়ে গেল তখন সেখানে ঐ আন্দোলন চালানো হলো যে, এরা ভণ্ড খৃষ্টান, ধোকা দেবার জন্য খৃষ্টান হয়েছে। এখনও বড় ধনী লোক এদের ধন-দৌলত কেড়ে নেয়ার বাহানা খুঁজে বের করে। সুতরাং 'ইসাবেলা' এবং ফারডিনেণ্ডকে তখনকার পাদরীগণ বার বার লোভ এবং লালসা দিয়েছে যে, এদের খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বনের উপর বিশ্বাস করো না। আমাদেরকে Inquisition আরোপ করার অনুমতি দাও। Inquisition এর অর্থ হলো নির্যাতনের ঐ সকল পন্থা যা খৃষ্টানগণ তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্রয়োগ করত। এভাবে ঐ সকল পন্থার প্রয়োগে অখৃষ্টানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হতো। এবং ঐ সকল খৃষ্টানদের উপরও (এরূপ অত্যাচার) চালানো হতো যাদের ধর্মমত সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। সুতরাং দীর্ঘদিন যাবত এই আলোচনা চলতে থাকে। তদনীন্তন 'পোপ' সম্ভবতঃ Sixtus IV এর উপর ইসাবেলা কোন কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। সে (পোপ) ইসাবেলার ইচ্ছানুযায়ী কার্ডিনেল নিযুক্ত করত না। এজন্য ইসাবেলাও Inquisition এর অনুমতি দিল না। মোট কথা পোপের কর্তৃত্বাধীনে নিয়োজিত কোন পাদ্রী-কমিটি দ্বারা স্পেনে Inquisition এর কাজ করা হোক। এটা ইসাবেলার মনঃপুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান পাদরীগণ 'ফার্ডিনেণ্ডকে' লোভ দেখালো যে, যদি তুমি এ কাজ করার অনুমতি দাও তাহলে ইহুদীদের যে সকল ধন-দৌলত কেড়ে নেয়া হবে আমরা তা তোমাকে দিয়ে দিব, আমাদের শুধু নির্যাতনের অনুমতি দাও

আর ধন-দৌলত তোমার হবে। সুতরাং ১৪৮০ সন হতে Inquisition শুরু হয়, সেই সময়ে যে Inquisition ইহুদীদের উপর করা হয় তার ইতিহাস এতো বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক যে, মানবেতিহাসে অত্যাচারের এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মন ভরেনি। ১৪৯২ সনে ইহুদীদের উপর বহিস্কারের আদেশ দেয়া হলো। Black Death এর কথা আপনাদের মনে আছে যদ্বারা ১৩৪৭ হতে ১৩৫২ খৃঃ পর্যন্ত ইউরোপে মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে এসেছিল অর্থাৎ প্লেগের মহামারী যা ইউরোপে ১৩৪৭ খৃঃ হতে ১৩৫২ পর্যন্ত বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। Black Death এর সময়ে ইউরোপে ইহুদীদের উপর নির্যাতন হয়েছিল এবং সবচেয়ে বেশী অত্যাচার ফ্রান্সে করা হয়। সুতরাং সেখানকার অত্যাচারের কথা স্মরণ করুন যে, তারা পলায়ন করে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে যায় এবং সেখান হতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা কোথাও আশ্রয় পায় নি বরং যেখানে যেত সেখানেই তাদের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। এমতাবস্থায় নিপতিত ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ফিলিস্তীনের ইসলামী সরকার। এটাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা যে, ন্যাৎসীদের অত্যাচারের সময়ও এরা (ইহুদীগণ) ফিলিস্তীনে আশ্রয় নিতে যায়। সুতরাং সমগ্র ইসলামী ইতিহাসে তাদের উপর অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয়। তাদের (ইহুদীদের) জ্ঞান গরিমা লালিত হয়েছে মুসলমানদের কাছে আর তারা অত্যাচারিত হয়েছে ইউরোপবাসীদের কাছে। অথচ এইসব কিছুর প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে এখন মুসলমানদের কাছ থেকে। এই ধ্যান-ধারণা আজ আমেরিকা ও তার মিত্রদের মাথায় ঢুকেছে যে, এথেকে উত্তম বাণিজ্য আর কি হতে পারে। মুসলমানদের গলায় ইহুদীদের ঝুলিয়ে দাও যাতে আমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া হয়। এভাবে তারা যেন উভয়ই মারা যায়। ইহা হতে অধিক যুক্তিসংগত পদ্ধতি আর কি হতে পারে। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে যে, অত্যাচারকে ভুলে যাবার জাতি ইহুদী নয়। এটা তাদের প্রকৃতির বিপরীত। ইহা হতেই পারে না যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে তারা যে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছে তা তারা কোন দিন ভুলে যাবে। এরা নিজেদের উপর কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ সুযোগ পেলেই নিবে। এটা কেবল সুযোগ ও সময়ের উপর নির্ভর করে। আজ এরা মুসলমানদের রক্ত চুষে শক্তি লাভ করবে। বর্তমানে এরা এত শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে এবং এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, তাদের জেনারেলগণ প্রকাশ্যে বলছে, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে (মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে) পরাজিত করবার শক্তি রাখি। সমরাস্ত্র তৈরী করার যে কৌশল ও প্রযুক্তি রয়েছে এর মধ্যে বহু ক্ষেত্রে এরা (ইসরাঈল) আমেরিকা হতে অনেক উন্নতি অর্জন করেছে। আণবিক বোমা প্রস্তুত করেছে। অন্যান্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে। এই সব কিছু কেন করেছে? এতটা শক্তি-বৃদ্ধির তার কি প্রয়োজন? ইহা আমেরিকা ও তার মিত্রদের বড়ই অজ্ঞতা হবে যদি তারা মনে করে থাকে যে, মুসলমানদের হামলার ভয়ে তারা এরূপ করছে। বড়ই বোকামী হবে। মুসলমানদের নিকট থেকে আক্রমণের ভয় কোথায়? যখনই দুর্বল মুসলমানগণ টক্কর চালিয়েছে তারা (ইসরাঈল) এদের শক্তিকে

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। প্রত্যেক হামলাকারীকে এমনভাবে পরাভূত করেছে যে, মুসলিম বিশ্বের মাথা লজ্জায় হেট হয়ে যায়। মুসলমানগণের নিকট থেকে এদের ভয় কিসের? প্রকৃত ঘটনা হল ইসরাঈলের মনে বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রথমে তৈলের শক্তিকে করায়ত্ব করা হবে, প্রত্যেক পদক্ষেপের পর সেই পদক্ষেপের স্মরণ যখন ম্লান হয়ে যাবে, তখন পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এই জন্যে আমি যখন বলি যে, মক্কা এবং মদীনা আশংকাযুক্ত এবং তৌহীদ আশংকাযুক্ত, এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তারা (ইসরাঈল) শেষ পর্যন্ত তৈলের কুপগুলোকে দখল করে নিবে অর্থাৎ এটা তাদের নিয়্যত। এর পরে যদি খোদার তকদীর অন্যরূপ দেখায় এবং আমাদের দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় তাহলে অন্য কথা। নতুবা বাহ্যিকভাবে যে পরিকল্পনা তাদের রয়েছে, তা ইহাই। এর পর তারা পশ্চিমাদের উপর প্রতিশোধ নিবে এবং এরূপ ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবে যে, পশ্চিমারা তার কল্পনাও করতে পারবে না। এরাতো যুদ্ধের বিউগল বাজানো জাতি এবং এই যুদ্ধের বিউগল ডেভিড বিন গোরিয়ন বাজিয়ে দিয়েছে, প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বের ধ্বনি তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এছাড়া তোমাদের অবস্থানের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।' সুতরাং আমেরিকা এবং তার মিত্ররা যদি এই চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, তারা ইহুদীগণকেও পাগল বানাচ্ছে এবং মুসলমানগণকেও পাগল বানাচ্ছে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াচ্ছে, তাহলে এটা তাদের ভুল ধারণা। আমেরিকা সম্বন্ধে এ কথাটি বলেছিলাম যে, বহু মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ রয়েছে যা আমেরিকাকে তার কতিপয় পুরানো অকৃতকার্যতার দাগসমূহ মিটানোর জন্য ইরাককে লাঞ্ছিত ও অবমাননা করতে বাধ্য করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভিয়েতনামের উল্লেখ করেছিলাম। আমি সংক্ষেপে আপনাদিগকে ভিয়েতনাম সম্বন্ধে বলছি যে, সেখানে আমেরিকার আত্মম্ভরিতাকে কিভাবে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল এবং কি ভাবে পৃথিবীর সবচাইতে বড় শক্তির অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়েছিল। ৪ঠা আগষ্ট ১৯৬৪ সনে ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হয়। আশ্চর্য জনক সাদৃশ এই যে, অথবা তকদীরেরই কোন লিখন যে, উহার শুরুও storm দ্বারা হয়েছিল। সেই storm এর নাম আমেরিকান ঐতিহাসিকগণ Tropic storm বলে আখ্যায়িত করেছে। ঘটনা এই যে, যখন উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম অসমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামী সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছিল, তখন আমেরিকা বাহানা খুঁজছিল কোন্ উপায়ে এই দেশে হস্তক্ষেপ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে সমর্থন দিয়ে উত্তর ভিয়েতনামকে পরাভূত করা যেতে পারে। আমেরিকার দু'টো নৌ জাহাজ যার মধ্যে একটির নাম ছিল Maddox। Maddox জাহাজটি দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামুদ্রিক সীমানায় প্রবেশ করে যা বস্তুতঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই অঞ্চল ছিল যেখানে তাদের ক্ষমতা চলত। এর ফলে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাহাজটিকে (Maddox) আক্রমণ করার জন্য

কিছু টহল নৌযান প্রেরণ করল। তারা আক্রমণের চেষ্টাও করল কিন্তু জাহাজটি টহল নৌযানগুলোকে ধ্বংস করে এদের আক্রমণের এলাকা থেকে দূরে চলে যায়। সীমানার বাইরে তাদের সাথী একটি Destroyer অপেক্ষমান ছিল যার নাম ছিল Turner joy। এটিকে নিয়ে এরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আবার ফিরে আসে। আমেরিকার ধারণা ছিল, এবার যদি ভিয়েতনামীরা আবার আক্রমণ করে তাহলে তারা একটা অজুহাত পেয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে ঝটিকা যুদ্ধের Tropic storm চলে আসলো। Desert storm এর মতই Tropic storm অত্যন্ত ভয়াবহ। এর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, আমেরিকার সমগ্র ইলেক্ট্রোনিক্স সরঞ্জামাদি Haywire (পাগল) হয়ে গিয়েছিল, তারা জানতেই পারছিল না, কি হচ্ছে। তারা বিবরণ দিল যে, তারা সত্য সত্যই মনে করে নিয়েছিল, তাদের উপর আক্রমণ হয়ে গিয়েছে। কি অজ্ঞতার কথা! ঝড় আসছে, দেখাও যাচ্ছে এ দ্বারা তারা কি ভাবে বুঝে নিল যে, আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে বা ভিয়েতনাম সেই ঝড়টি চালিয়েছে? যাই হোক যখন অজুহাত খোঁজার প্রশ্ন উঠে, তখন এমনই অবোধগম্য ও দুর্বল অজুহাত খোঁজা হয়। তারা বলল, আক্রমণ ভিয়েতনাম শুরু করে দিয়েছে। আর এ মিথ্যা অজুহাতে তাৎক্ষণিক ভাবে তারা ভিয়েতনামী এলাকায় বোমা বর্ষণ শুরু করে দিল। এই কথা তারা দৃঢ়ভাবে বলতে লাগল যে, যেহেতু ভিয়েতনামীগণ আক্রমণ চালিয়েছে, সেহেতু তারা প্রত্যুত্তর দিয়েছে মাত্র। প্রচণ্ডভাবে ভিয়েতনামের উপর এই আক্রমণ করা হয়। সাথে সাথে বিমান-আক্রমণও শুরু করা হয়। আর এক বছরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৯৬৪ সন শেষ হবার পূর্বেই, দুই লক্ষ আমেরিকান সৈন্য ভিয়েতনামের মাটিতে পৌঁছে দেয়া হয়। ১৯৬৭ সনে এই সংখ্যা বেড়ে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। বোমা বর্ষণের অবস্থা তো এমন ছিল যে, সাড়ে আট বছর পর্যন্ত ভিয়েতনামের উপর রাত দিন বোমা বর্ষণ করা হয়। ভিয়েতনামে সর্বমোট পচিশ লক্ষ টন বোমা বর্ষণ করা হয়। অর্থাৎ বিশ্ব যুদ্ধের ছয় বছরে সমগ্র পৃথিবীতে—ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করা হয় প্রায় সেই পরিমাণ বোমা কেবল মাত্র ভিয়েতনামের উপরই সাড়ে আট বছর ধরে বর্ষণ করা হয়। ভিয়েতনাম ছোট একটি দেশ। আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যের সমপরিমাণও নয়। পার্থিব উন্নতির দিক হতে ইহা ফ্লোরিডা থেকেও অনুন্নত। কলকারখানার দিক হতেই কেবল নয় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর সাথে ফ্লোরিডার কোন তুলনা নেই। একটি গরীব দেশ কিন্তু তাদের আত্ম-বিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ দেখুন যে, সাড়ে আট বছর পর্যন্ত মাথা উঁচু করে আমেরিকার সাথে পাল্লা দিয়েছে। এই সময়ে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েত-নামে মৃত সৈন্যের সংখ্যা ও মৃত জনসাধারণের সংখ্যা ছিল পচিশ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র ইসরাঈলের ইহুদীরা যদি মারা যায়, তাহলে এ সংখ্যার সমপরিমাণ দাঁড়াবে। কিন্তু তারা মাথা নত করে নি। আমেরিকার গর্বকে তারা চুরমার করে দিয়েছে। লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে

আমেরিকাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। পরাজয় স্বীকার করার ঘটনাও চমকপ্রদ। ফ্রান্সে তখন শান্তির জন্য আলোচনা হচ্ছিল। উত্তর ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরতি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা ঘোষণা দিল যে, আমরা সন্ধির আলোচনাও করব এবং যুদ্ধও চালিয়ে যাব। সুতরাং আজ যে শিক্ষা তারা ইরাককে দিচ্ছে, তা তারা ভিয়েতনাম হতে শিখেছে যে, সন্ধিরও কথা হবে এবং যুদ্ধও চলতে থাকবে।

সুতরাং ভিয়েতনামে দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তির অহঙ্কার চুরমার হওয়াতে তারা বহু দিন ধরে বড় একটি মনস্তাত্ত্বিক দংশনে নিষ্পেষিত এ তীব্র দংশনের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তারা একটি পথ খুঁজছিল এবং ঐ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার উপায় খুঁজছিল যদ্দারা কারও উপর জয় লাভ করে বিজয় গৌরবের মুকুট মাথায় পরে জাতির আত্মবিশ্বাসকে পুনর্বহাল করার তীব্র বাসনা আমেরিকাকে সর্বদা তাড়না করেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য ইহাই যে, ভাঙ্গা মেরুদণ্ড কখনও জোড়া লাগে না। ইরাকের উপর ভিয়েতনামের চার গুণ বেশী প্রচণ্ডতার সাথে বোমা বর্ষণ করা সত্বেও, যেখানে তারা দুই দিনের কিল্লা-ফতেহ্ করবে বলে বলেছিল, সেখানে বহু দেশকে সাথে নিয়েও ছয় সপ্তাহ গত হবার পরেও দাম্ভিক আমেরিকা ইরাকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গতে পরেনি। মূলতঃ সময় পাল্টে গেছে। ইহা পূর্বের যুগ নয়। এখন মানুষের আত্মমর্যাদাবোধের উন্নতি হচ্ছে। সে সচেতন হচ্ছে। স্বাধীনতার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। খোদার তক্‌দীর পৃথিবীর ঝোঁক পরিবর্তন করছে। এখন মিথ্যে খোদাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসের দিন এসে গেছে। কিন্তু ইহা তারা দেখেছে না। অত্যাচারের পর অত্যাচার করে যাচ্ছে কিন্তু তারা ভাবে না যে, দুনিয়ার সামনে তাদের কি চিত্র ফুটে উঠছে আর আগামীতে বা ইতিহাসে তাদের চিত্র কি এবং কিরূপভাবে অঙ্কিত হবে। আজ এরা সাদ্দাম হুসেনকে হিটলার বলছে। অত্যাচারী এবং নৃশংস রূপে তুলে ধরছে। যদি এই সকল কথাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে ভিয়েতনামে তারা যে অত্যাচার করেছে, সেই সকল অত্যাচার সাদ্দাম হুসেনের অত্যাচারের তুলনায় সরষে দানার সামনে পাহাড় সদৃশ মনে হবে। সাদ্দাম হুসেন সম্পর্কে যে সকল কল্পিত অত্যাচারের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ধরে নিন যদি এই সকল অত্যাচারের ঘটনা সত্যও হয়ে থাকে, তবুও এই সকল অত্যাচারের সামনে, ঐ সকল অত্যাচার, যা আমেরিকা সাড়ে আট বছর ধরে ভিয়েতনামের উপর ক্রমাগতভাবে করেছে সে তুলনায় কিছুই নয়। ভিন্ন দেশে অত্যাচার পরিচালনার কোন অধিকার তোমাদের ছিল না। ক্ষমতার দর্পে ভরা তোমাদের কর্ম তো এই যে, অন্য দেশে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষণ শুরু করে দাও এবং ঐ দেশের এক অংশের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে অন্য দেশে চড়াও হয়ে বোমা বর্ষণ শুরু করে দাও এবং ঐ দেশের এক অংশের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে অন্য অংশের মানুষের উপর চরম নৃশংসতার সাথে অত্যাচার চালাতে থাকো। এত চরম অত্যচার যে, এর লোমহর্ষক বিবরণ শুনলে মানুষের প্রাণ শিউরে ওঠবে

এবং শরীর ভয়ে কাঁপতে থাকবে। এর চাইতে নিষ্ঠুর ব্যাপার এই যে, আমেরিকা আজ পর্যন্ত ভিয়েতনামীদের চরিত্র কলঙ্কিত করেছে আর বলছে, তারা যে সকল শহর দ্বিতীয়বার দখল করেছে, সেখানে আমেরিকার সমর্থনকারীদের এমনিভাবে শাস্তি দিয়েছে, ওম্নিভাবে ধ্বংস করেছে, তেম্নিভাবে অত্যাচার করেছে। সেখানে শত শত আমেরিকানের গণ কবর রয়েছে। এরূপ অত্যাচারমূলক যুদ্ধেও একতরফা যুদ্ধে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের সাথে এরূপই হওয়া উচিত। পৃথিবীর কোন্ আইন বিশ্বাসঘাতকের জামানত দেয়? আমেরিকাবাসীরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তারা ভিয়েতনামের একাংশকে সমর্থন করেছিল। সুতরাং অন্য অংশের অত্যাচারের চিত্র বড় করে তুলে ধরেছে। কিন্তু ঐ সকল অত্যাচার যা সাড়ে আট বছর ধরে অন্যের দেশে একতরফাভাবে তারা নিজেরা চালিয়েছে, তার কোন উল্লেখ তারা করে না। আমি মনে করি, আমেরিকা যে মনস্তাত্ত্বিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগতেছে, তা আজ বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ। এর সাথে আরেকটি ভয়াবহ বিষয় যুক্ত হয়েছে। এমন একটি যুদ্ধের দৃষ্টান্ত খাঁড়া করা হয়েছে যে, যার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারাটে যুদ্ধের কথা তো আপনারা শুনেছেন। কিন্তু এত ব্যাপক ভাবে এবং এত ভয়াবহ ভারাটে যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার নৈতিকতার একটি ভালো দিক ছিল। তাহলো এই যে, লোকদের কাছে তারা তাদের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যায়নি, আর বলেনি, "আমাদিগকে এই যুদ্ধের জন্যে পয়সা দাও"। সাড়ে আট বছর অত্যাচারের গোলা-বারুদ ও বোমা-অগ্নি আমেরিকা একাই একশত বিশ বিলিয়ান ব্যয় করেছে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ সম্পূর্ণটাই ভিক্ষার পয়সায় করা হচ্ছে। যদি পৃথিবীতে এমন যুদ্ধের উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে, তোমরা অন্যের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যুদ্ধ কর, তাহলে বিশ্ব শান্তির জামানাত বা প্রতিবন্ধকতা কোথায় বাকী থাকে? এরূপ ভিক্ষার অর্থে যুদ্ধ করার মানে হল, দুর্বল-দরিদ্র জাতির শান্তি, ধনী জাতির হাতে ছেড়ে দেয়া। পৃথিবীর ধনী জাতিগুলো যখন চাইবে, যেভাবে চাইবে ভাড়াটে দাস নিয়ে ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে গরীব জাতির উপর অত্যাচার করতে থাকবে। এই শিক্ষা ও পয়গামই যেন আজ সমগ্র বিশ্বকে দেয়া হচ্ছে। এই যুদ্ধে আরও একটি লোভ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যখন যুদ্ধের ফলাফল ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে, তখন আপনারা আশ্চার্যান্বিত হয়ে দেখবেন, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই উৎসাহের সৃষ্টি হবে যে, যদি যুদ্ধের অর্থ ইহা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা নিজেদের হাত গুটিয়ে থাকবো কেন? এই যুদ্ধে ইরাক এবং কুয়েতের উপর যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানো হয়েছে, আর এরা এর যে মুল্য উসূল করেছে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার চাইতে কয়েকগুণ বেশী অর্থ তারা উসূল করবে। সুতরাং যুদ্ধ বাঁধানোর খরচ, ধ্বংস করার খরচ, পুনর্নির্মাণের খরচ এবং যুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী ইত্যাদি সবই বিজিতের কাঁধে চাপানো হবে। প্রকৃত ব্যয়ের চেয়ে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক হবে বহুগুণে বেশী। ভাড়াটে সৈন্যকে কম অর্থ দেয়া হলেও, সার্জনকে

বেশী টাকা দেয়া হয়। এ দু'টি চরিত্র তারা নিজেদের মধ্যে একত্রিত করে নিয়েছে। ইহা হলো পৃথিবীর জন্য বড় আশংকার কারণ। আজকের পর এক নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে। যদি ইহাকে প্রতিহত না করা হয় তাহলে তা বাড়তে থাকবে। কোন গরীব জাতিকে ধ্বংস করার জন্য ধনী জাতি অর্থ দিলে, তাকে ধ্বংস করা হবে। অতঃপর পরাজিত জাতির কাছ থেকে ধ্বংস করার খরচ আদায় করা হবে। আবার ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিকে নতুন করে গড়ার জন্যও তার উপর জরিমানা করা হবে। এই দু'টির অর্থ-কড়িই হবে ধনী জাতির প্রাপ্তি-যোগ্য (গরীবের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার মত)।

আমি শেষে ইরাকী ভূখণ্ড সম্বন্ধে বলতে চাই যে, ইহা বড়ই নির্যাতিত ভূখণ্ড। বড় বড় নৃশংস নাটক এই ভূখণ্ডে মঞ্চায়িত হয়েছে। আমার মনে হলো, এই অঞ্চলের নাম কি দেয়া যেতে পারে। তখন আমার মনে হলো, ইহাকে মৃত্যু ও খুলির মিনার বলা যেতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায়, Assyrians (আসারীয়গণ) সর্বপ্রথম ইরাকী অঞ্চল দখল করে এই অঞ্চলে বসবাসকারীদের উপর এতো ভয়াবহ অত্যাচার করে যে, দুইশত বছর পর্যন্ত তারা ভীত-কম্পিত অবস্থায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে। ৮৭৯ খৃষ্টপূর্বে Assyrians দের অত্যাচারের প্রথম সময়ে সেখানকার বিজয়ী বাদশাহ নিজের মহলের সামনে একটি মিনার নির্মাণ করে। সেই মিনারে লিপিবদ্ধ ছিল, 'আমি চামড়া তুলে নেয়ার বাদশাহ। যে ব্যক্তি আমার সাথে পাল্লা দিয়েছে, আমি তার চামড়া তুলে নিয়েছি। আর এই মিনার যা তোমরা দেখছ, এর উপর আমি সম্পূর্ণরূপে মানুষের চামড়া চড়িয়েছি। এই মিনারের বল্লমে বিদ্ধ যে কঙ্কালটি দেখছ, সেটাও মানুষের কঙ্কাল। আর এই মিনারের ভিতরে জীবন্ত মানুষও পুঁতে রেখেছি। সুতরাং আমি সেই বাদশাহ যে চামড়া তুলে নেয়। আমি ধ্বংস-যজ্ঞের বাদশাহ।' কিন্তু এর সাথে এই দাবীও ছিল যে, 'আমি সব কিছুই পুণ্যের জন্য করেছি এবং Assyrians দের যুদ্ধ বস্তুতঃ পাপ ও পুণ্যের যুদ্ধ। আমরা পুণ্যের প্রতিনিধি বাকী সবাই পাপের প্রতিনিধি।'

(Chronicle of the world, Page : 73, By longman group (UK) Ltd. 1989)

আমি জানিনা প্রেসিডেন্ট বুশ এই ইতিহাস পাঠ করেছেন কিনা। কিন্তু ইরাকে যা কিছু তিনি করেছেন, তা অনুরূপ একটি মিনার বানানোর চিন্তা-ভাবনা করার ন্যায় যার উপর লেখা থাকবে, "আমরা মস্তক চূর্ণকারী, আত্মমর্যাদাবোধকে ধ্বংসকারী, আত্মসম্মান-কে পদদলিত বাদশাহ। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ও মাথা চারা দিয়ে উঠার সাহস দেখায়, আমরা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেব ও তার মাথার খুলি দ্বারা অনুরূপ মিনার দাঁড় করাব যেরূপ ইরাকের ইতিহাসে এর পূর্বে দাঁড় করানো হয়েছিল।

পরবর্তীতে ইরাকে যে দ্বিতীয় মিনার বানানো হয়েছে, তা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হালাকুখান মানুষের খুলি দিয়ে বানিয়েছে। তৃতীয় মিনার ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লং বাগদাদে নির্মাণ করেছে এবং তাও বস্তুতঃ মানুষের খুলি দ্বারা প্রস্তুত হয়েছে।

(Cambridgs History of Islam Vol. I, Page : 170, Editors)

সুতরাং এটি এমনই একটি নির্যাতিত অঞ্চল, যেখানে একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিন বার মানুষের দেহ, চামড়া ও খুলি দ্বারা মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে বহিরাগত স্বেচ্ছাচারীরা প্রতিবাদীকে মাথা নত করতে বার বার বাধ্য করেছে। সুতরাং আজ যা কিছু ইরাকে হচ্ছে ঐগুলো এই সকল ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। আমি জানি না আগামীতে কি হবে। আমি জানি না খোদার তকদীর কখন এই অহংকারের মাথাকে ভাঙ্গার ফয়সালা করবে। কিন্তু আমি ইহা জানি যে, খোদার তকদীর অবশ্যই এই অহংকারের মাথাকে চূর্ণ করে দিবে। এই কথা আমি আমেরিকাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, তোমাদের ঐ মেরুদণ্ড যা ভিয়েতনামে ভাঙ্গা হয়েছিল, ইরাকে অত্যাচারের ফলে এই মেরুদণ্ড এখন আর জোড়া লাগবে না। বাহ্যিকভাবে তোমরা সেখানে একটি খুলির মিনার দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছ। পঁচিশ লাখ টন বারুদ দ্বারা মাটিকে কতটুকু খোড়া যায়, যত গভীর করে খোড়া যায়, ততটা লাঞ্ছনার গভীর কূপে তোমাদের নাম ডুবে গিয়েছে। ভবিষ্যতের ইতিহাসে এই কথাগুলো বাস্তবতার আলোকে আরও স্পষ্ট হতে থাকবে। এই অত্যাচারের চিহ্ন দ্বারা তোমাদের চেহারায় যে দাগ লেগেছে, আজ তোমাদের প্রতাপের দরুণ পৃথিবীর সামনে সুষ্ঠুরূপে তুলে ধরার শক্তি কারো কাছে থাকুক বা না থাকুক, শেষ পর্যন্ত ইতিহাস এগুলোকে দিন দিন স্পষ্টতর করতে থাকবে। আর এই কালিমার দাগ গভীর হতে গভীরতর হতে থাকবে। সুতরাং অন্যের দৃষ্টিতেও তোমরা নিজেদেরকে দেখার চেষ্টা করো। তোমাদের বাহ্যিক রূপ কেমন প্রকাশ পাচ্ছে, আগামীতে তোমাদের চিত্র কিরূপ হবে, তা তোমরা অপরের চোখ দিয়েও দেখ। যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা আজ দণ্ডায়মান হয়েছ বলে ঘোষণা করছ তোমরা সম্পূর্ণরূপে তার বিপরীতমুখী কাজ করে যাচ্ছ। শান্তির পরিবর্তে পৃথিবীকে যুদ্ধে নিক্ষেপ করার ফয়সালা করে ফেলেছ। কিন্তু যদি আমেরিকা এই কথাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা না করে, বাহ্যতঃ তাই মনে হয়, কেননা বর্তমানে অহংকারের নেশায় তারা এত উপরে উঠে গেছে যে, কেবল নিজেদেরই তৈরী কল্পিত অত্যাচারের মিনারের চূড়ায় বসে পৃথিবীকে দেখছে। তাহলে আগামীতে কি হবে এবং খোদার তক্‌দীর আগামীতে কি দেখাবে সে সম্বন্ধে আমি ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী খুৎবায় কিছু বর্ণনা করব। ইহুদীদিগকেও পরামর্শ দিব, মুসলমানদিগকেও পরামর্শ দিব এবং বাকী পৃথিবীবাসীকেও। আজকের উন্নত যুগ মানব ইতিহাসের অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত। এখনও সময় আছে যে, আমরা এই অত্যাচার ও নিপীড়ণের গতি ও দিক পরিবর্তন করতে পারি। এখনও বিষয়টি হাত হতে একেবারে ফস্‌কে যায় নি। আমি বিশ্বাস রাখি যে, যদি ঐ সকল পরামর্শগুলোকে মেনে নেয়া হয়, যা আমি কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর সামনে তুলে ধরব, তাহলে ইনশাআল্লাহ্‌ অত্যাচারের এই স্রোত ধারাকে পরিবর্তন করতে আমরা সফলকাম হবো। কিন্তু আমাদের কোন শক্তি বা কোন সাধ্য নেই। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমাদের অস্তিত্ব তো শুধু বিনয়ী দোয়াকারী বান্দারই অস্তিত্ব। তবে আমাদের দোয়াসমূহ অবশ্যই ঐ কর্ম করতে পারে যা, আমাদের বাহ্যিক সামর্থ্য ও প্রয়াস করতে পারে না। বাহ্যিক শক্তির

মূল্যই বা কি? সত্যি বলতে গেলে ইহা কিছুই সাধন করতে পারে না। আমাদের চেষ্টার কোন মূল্যই নেই। এতটুকু মূল্য নেই যে, আমরা যে কথা দ্বারা আমেরিকাকে সম্বোধন করছি, তার দরুণ তার দেহের একটি চুলও কম্পিত হবে বা নড়বে। এতদসত্বেও আমি জানি এবং আপনারাও জানেন যে, তকদীরের লিখন এই যে, দুনিয়ার শেষ সময়েও যদি দুনিয়ার ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তিত করতে হয় তাহলে মসীহে মাওউদ (আঃ) এর জামাতের দোয়ার বদৌলতেই তার পরিবর্তন হবে এবং রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রেমিকদের দোয়া দ্বারাই তা পরিবর্তিত হবে। খোদার বিনয়ী বান্দাদের বিগলিত চিত্তের দোয়াই ইপ্সিত পরিবর্তন আনয়ন করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোৎবা ইলহামিয়াতে লিখেন যে, ইহা (এই পরিবর্তন) তক্‌দীরে ছিল এবং আছে এবং অবশ্যই এরূপ হবে। তিনি লিখেন, "যখন মসীহের আত্মা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত হবে এবং রাতে তাঁর হৃদয়ের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হবে তখন, খোদার কসম দুনিয়ার বড় বড় শক্তি এইভাবে গলতে শুরু করবে যেভাবে রৌদ্রে বরফ গলে এবং এইভাবে এই সকল শক্তিগুলোর ধ্বংসের দিন আসবে এবং তাদের অহংকার ভাঙ্গার দিন আসবে (খোত্‌বা ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৬ খণ্ড, ৩১৭-১৮ পৃঃ)।

আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তো নেই, কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আত্মা জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মাঝে জীবিত আছে। সুতরাং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আত্মাকে বুকে বহনকারী হে আহ্‌মদীগণ! রাত্রে উঠো এবং খোদার সমীপে এরূপ বিগলিত হও এবং ক্রন্দনের সাথে খোদার দরবারে কান্নাকাটি করো এবং বিশ্বাস রাখো যে, যখন তোমাদের আত্মা খোদার দরবারে বিগলিত হবে তখন দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলোর গলে যাবার দিন আসবে। আর ইহা তক্‌দীরের সেই লিখন যাকে দুনিয়ার কোন শক্তি টলাতে পারবে না।

(৫ম পাতার পর)

আমি প্রথমে পুরুষদের কথা উল্লেখ করি যে, ইসলামের তত্ত্ব জানার পূর্বে, তার সৌন্দর্যাবলী অবহিত হওয়ার পূর্বে, ঐ সকল (প্রথাগত) শিক্ষার মধ্যে মগ্ন হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ভয়ানক। ছোট বাচ্চাদের যদি ধর্ম সম্পর্কে মোটেও অবহিত করা না হয় এবং শুধু স্কুলের শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে ঐ সমস্ত শিক্ষাই তাদের দেহে মাতৃ দুগ্ধের মত মিশে যায়। পরিণাম এতদ্ব্যতীত আর কি হবে যে, তারা ইসলাম বিমুখ হয়ে যাবে। খৃষ্টান তো খুব অল্পই হবে কেননা ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিতবাদ এবং একজন মানুষকে খোদা মানার বিশ্বাস এমন নিরর্থক যে, উহাকে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য নাস্তিকে পরিণত হওয়ার অনেক আশংকা আছে। সুতরাং প্রথমে রীতিমত প্রথাগত শিক্ষার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দর্শন পড়ানোও আবশ্যক। ইদানিংকালের শিক্ষা যখন পুরুষদের উপর ধর্মীয় দিক থেকে সুপ্রভাব সৃষ্টি করে নি তাহলে এ দ্বারা মহিলাদের ক্ষেত্রে কি আশা করা যেতে পারে? আমরা নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে নয় বরং আমরা তো একটি স্কুলও খুলে রেখেছি। কিন্তু ইহা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথমে ধর্মীয় দুর্গ সংরক্ষণ করা হোক যেন বাইরের মিথ্যা প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সরল পথ, তওবা, খোদাভীতি এবং পবিত্রতা অবলম্বনের তৌফীক দান করুন। (মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০ এবং ৭৯৩ দ্রষ্টব্য)

ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসা '৯১

মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসা '৯১, আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে বিগলিত চিত্তে প্রার্থনার মাধ্যমে গত ২৬শে জুলাই ইসলামাবাদ (টিলফোর্ডে) শুরু হয়। জলসার উদ্বোধন করেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪৪টি বহির্দেশের ৭২৫০ জন আহ্‌মদী উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থান হতে ২৩১০ জন আহ্‌মদী এতে অংশগ্রহণ করেন। ২৬শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে চারটায় "লওয়ায়ে আহ্‌মদীয়াত" (আহ্‌মদীয়া জামা'তের পতাকা) উত্তোলনের দ্বারা জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) ইমামতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা ও জামা'তের নেযামের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযূরের ভাষণ একই সময়ে সাতটি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছিল। এগারোটি দেশে হুযূরের এই ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচার করে শুনানো হয়। জলসার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৭শে জুলাই বেলা বারোটায় হুযূর (আইঃ) মেয়েদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা পুরুষদের অংশেও সরাসরি শুনানো হয়। হুযূর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, মায়েদের সংশোধন ব্যতিরেকে সন্তানদের সংশোধন হতে পারে না। প্রত্যেক মাকে তার আমল দ্বারা ইহা প্রমাণ করতে হবে যে, প্রকৃতই মায়ের পদতলে সন্তানদের জান্নাত। মায়ের আমল-আচরণ ও সচ্চরিত্র দ্বারা প্রকৃতভাবে সন্তানদের তরবীয়ত হতে পারে। অবিবাহিতা মহিলাদের সম্বোধন করে হুযূর বলেন যে, তারা যেন এখন হতেই নেক ও পুণ্যবতী মা হবার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিগত এক বছরে খোদার আশীষের বারিধারা, যা জামা'তে আহ্‌মদীয়ার উপর বর্ষিত হয়েছে, হুযূর (আইঃ) তার বিবরণ দান করেন। হুযূর বলেন, গত বছরে সমগ্র বিশ্বে ২৮২ টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৯৭টি জায়গায় আহ্‌মদীয়াত প্রথম বার প্রবেশ করেছে। হুযূর বলেন, এভাবে সর্বমোট ৫৭৯ টি জায়গায় এ বছরে আহ্‌মদীয়াত প্রসারতা লাভ করেছে। নতুন মসজিদের কথা বলতে গিয়ে হুযূর বলেন, এ বছর ৮৬টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং পঁচিশটি নির্মাণাধীন আছে। হুযূর বলেন, এ বছর ইমাম ও মুকতাদী সহ ৭৬টি মসজিদ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার হাতে এসেছে। আল-হামদুলিল্লাহ্! নতুন সেন্টারের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর বলেন, আফ্রিকাতে ১৩টি নতুন সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরে আফ্রিকাতে ৩০টি বড় বড় জায়গা কেনা হয়েছে। গাম্বিয়াতে ১২টি নতুন ভবন নির্মিত হয়েছে এবং কতিপয় ভবনের মেরামত করা হয়েছে। ইউরোপে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রসার লাভের কথা বলতে গিয়ে হুযূর বলেন, এ বছর পোল্যাণ্ড ও তুরস্কে এক একটি করে মিশন হাউস ক্রয় করা হয়েছে। কানাডার কথা উল্লেখ করে হুযূর বলেন, রাজধানী অটোয়াতে এ বছর ১০০ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই জমিতে কয়েকটি ভবনও রয়েছে। ইহা ছাড়া "ভিনি পেগ" (Winnipeg) এ একটি মিশন হাউসও ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে কানাডাতে মিশন হাউসের সংখ্যা ৯ এ দাঁড়ালো। হুযূর বলেন, এশিয়াতে এ বছর ছয়টি নতুন সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' নামক কর্মসূচীর কথা বলতে

গিয়ে হুযূর বেশ কয়েকটি ঈমান বর্ধক ঘটনা শুনান। হুযূর বলেন, 'দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্' দ্বারা এ বছর তিন হাজার বয়আত সম্পাদিত হয়েছে। আফ্রিকার এক দাঈ ইলাল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করে হুযূর বলেন, তিনি একাই এ পর্যন্ত বারো হাজার লোককে বয়আত করিয়েছেন।

রেডিও, টিভি ও পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে হুযূর বলেন, এ বছর ৩১টি দেশে রেডিওতে জামা'তের ৪১৯টি প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। এজন্যে সময় খরচ হয় ২৬৩ ঘন্টা। টিভিতে ৩৫৯টি প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। এতে সময় ব্যয় হয় ১৮৪ ঘন্টা। সমগ্র পৃথিবীতে ৩৯৬টি পত্র-পত্রিকায় জামা'তের খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

নুসরত জাহান স্কীমের অধীনে পরিচালিত হাসপাতালগুলোর কথা উল্লেখ করে হুযূর বলেন, বর্তমানে ১১টি দেশে ৩১টি হাসপাতাল কাজ করছে. এ বছরে চারটি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। হুযূর বলেন, বর্তমানে আফ্রিকাতে ৪৫টি জুনিয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, ৩৭টি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং ২১৯টি প্রাইমারী স্কুল ও ৫৮টি নার্সারী স্কুল কাজ করছে। উগাণ্ডার একটি ঘটনার উল্লেখ করে হুযূর (আইঃ) বলেন. আমাদের একটি স্কুল বিরুদ্ধবাদীরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ঘটনার পর জামা'তকে স্কুলটি পুনঃ নির্মাণের আদেশ দিলাম। বর্তমানে স্কুলটির রিপোর্ট হলো এই যে, বিরুদ্ধবাদীগণ সবাই তাদের সন্তানদিগকে আমাদের ঐ স্কুলটিতেই ভর্তি করিয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখের বিষয় এই যে, যখন স্কুলটি জ্বালানো হয় তখন এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০০। আর বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২০ জন।

প্রেস এবং পাবলিকেশন সম্বন্ধে হুযূর বলেন, এই বিভাগের সবাই অবৈতনিকভাবে কাজ করেছেন এবং উত্তম কাজ করেছেন। এ বছর এই বিভাগ হতে ৪৭০৩টি পত্র ও প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১১২টি প্রেস রিলিজ দেয়া হয়। সমগ্র দুনিয়ায় এই বিভাগের তিন হাজার একশত তিনটি খবর প্রকাশিত হয়। এই বছরে এ বিভাগটি ৩৪ হাজার কাটিং সংগ্রহ করে।

হুযূর বলেন, বর্তমানে জামা'তের পক্ষ থেকে পৃথিবীর ৩৫টি দেশ হতে ১৭টি ভাষায় ৮৫টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছরে ইসলামাবাদের রকীম প্রেস নির্বাচিত আয়াত, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তক হতে নির্বাচিত উদ্ধৃতি ছাড়াও ১০টি ভাষায় ৫০টি বই দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। বাচ্চাদের জন্য এই প্রেস ১৪টি বই প্রকাশ করেছে এবং তন্মধ্যে চারটি বইয়ের ১৪টি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। হুযূর বলেন, ঘানা, নাইজেরিয়া এবং তানজানিয়াতে জামা'তের নিজস্ব প্রেস কাজ শুরু করেছে এবং সিয়েরালিওন ও গ্যাম্বিয়াতে প্রেস বানানো হচ্ছে। 'ওয়াক্‌ফে নও' (নূতন আত্মোৎসর্গকারী) এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২৬১ (আট হাজার দুই শত একষট্টি)। হুযূর বয়আতের সংখ্যার সম্বন্ধে বলেন, এ পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান এসে পৌঁছেছে, তাতে বয়আতের সংখ্যা হলো ৪৩১৯৬টি। এখনো রিপোর্ট আসছে। আশা করা যায়, এ বছর বয়আতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে।

২৮শে জুলাই তারিখে হুযূর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। সমাপ্তি ভাষণে হুযূর সূরা ফাতেহার আয়াত اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم এর তফসীর বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষভাবে খোদার তরফ হতে আগত পুরস্কারসমূহের উল্লেখ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশীর ভাগ ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর খলীফাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বেদনা ও বিগলিত চিত্তে দোয়া দ্বারা জলসার সমাপ্তি ঘটে।

(আল ফযল থেকে অনূদিত)

তারা কারা

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

তারা কারা শিরোনামে যাদের কথা বলতে যাচ্ছি তাদেরকে আমরা চিনি। তারা এদেশে সংখ্যা গুরু, তারা আমাদের নিকট আত্মীয়-স্বজন, তাদের সাথে আমাদের আছে রক্তের বাঁধন। এত বলার পরও তাদেরকে সঠিকভাবে চিনি বা যে গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে চিনতে হবে আমরা তা করি একথা বোধ হয় জোর দিয়ে বলা যাবে না।

একটি উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে সঠিকভাবে চিনার চেষ্টা করা যাক। ঢাকা শহরের (যে কোন শহরকে নেয়া যেতে পারে) কথা ধরা হউক। এ শহরে আমরা লাখ লাখ লোক বাস করি। আমাদের খাদ্যতো আমরা উৎপাদন করি না অথচ রোজ হয়ত চাল, গম, শাক-শব্জী ফল-মূল ইত্যাদি মিলে আমরা কয়েক সহস্র টন খাদ্য সাবার করি। এ খাদ্য মাথার ঘাম শুধু পায়ে নয়, মাঠে ফেলে চাষী ভাইয়েরাই উৎপাদন করেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, তাদের মাধ্যমেই শহরে বসে কোন কিছু (কৃষিজাত দ্রব্যাদি) উৎপাদন না করেই দিব্বি খাদ্য পাচ্ছি। পায়ের ওপর পা তুলে আরামে ওসব খাচ্ছি।

কুরআন পাকে আল্লাহ্ মানুষকে তার গুণে গুণান্বিত হতে বলেছেন। আল্লাহ্র একটি গুণ তিনি 'রায্যাক' তথা তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের রিযিক দাতা। তিনি সব গুণেই অসীম। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কৃষক ভাইয়েরাও সীমিত ভাবে আমাদের রিযিক দাতা। তাদেরকে আমরা এ দৃষ্টিতে দেখছি বলে মনে হয় না। এজন্য তারা যে মান সম্মানের পাওনাদার তা দিতে কার্পণ্যের চূড়ান্ত করছি। এমন কি 'চাষা' শব্দকে গালিরূপে ব্যবহার করছি। এভাবে আমরা তাদের ওপর অবিচার করে চলছি।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদে 'রিযিকদাতাদের' প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও তাদের শুভ কামনা করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া যার যতটুকু সুযোগ ও সামর্থ্য আছে তা দিয়ে তাদের কল্যাণে ব্রতী হলেই তাদের কাছে আমাদের ঋণ ভারের কিছুটা লাঘব করা যাবে এবং শহর ও গ্রামের সম্পর্ক মধুরতর হবে। উৎসাহিত হয়ে তারাও অধিকতর উৎপাদন দ্বারা দেশের বৃহত্তর সেবায় এগিয়ে যাবেন।

আহ্মদীয়া জামা'তের আমরা যারা শহরে বাস করি আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে শহর বন্দরে সীমিত না রেখে গ্রামে গঞ্জে ব্যাপক করার প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের ঋণের বোঝা অনেক খানি হ্রাস করতে পারি। তাদেরকে নানা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হতে মুক্ত করতে পারি। "পবিত্র করণ" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে সুসংগঠিত ও আল্লাহ্মুখী করে তুলতে পারি। এজন্য চাই মায়া মহব্বতের সাথে ধৈর্যের সংযোগ ও সমন্বয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী

ও

সোনার বাংলার মিথ্যাচার

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

আবু খালিদ নামে জনৈক ব্যক্তি প্রায়ই সোনার বাংলা, পৃথিবী এবং সংগ্রামে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। মনে হয় সত্যের বিরুদ্ধাচরণই তার লেখক জীবনের ব্রত। আবু খালিদ সাহেবের গুরু সাহেবও কলম এবং বক্তৃতার মাধ্যমে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ছিলেন। তার উস্কানিতে পাকিস্তানে দাঙ্গা বাঁধে এবং বহু লোকের জানমালের ক্ষতি হয়। ফলে প্রথম বারের মত মার্শাল ল আবির্ভূত হয় পাকিস্তানের মাটিতে। তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হয়, যদিও রাজনৈতিক কারণে তিনি পরবর্তীতে মুক্তি লাভ করেন।

তিনি খোদায়ী জামা'তের বিরুদ্ধে লিখতে লিখতে, বলতে বলতে এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত তার জীবদ্দশায়ই সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। তিনি নিজ চক্ষে তার ব্যর্থতা এবং আহ্মদী জামা'তের সফলতা দেখে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার শিষ্যরা এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। গুরুর ব্যর্থতা দেখেও তারা ভাবছেন যে, কলম ও কথার মাধ্যমে মিথ্যার বেসাতি করে গেলে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোক সত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকবে। গুয়েভেলীয় পন্থায় বার বার মিথ্যা পরিবেশন করতে থাকলে একদিন না একদিন লোকে তা সত্য বলে মেনে নিবে। এরা আল্লাহ্র কথার মূল্য না দিয়ে গুয়েভেলের পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আল্লাহ্ বলেন, সত্য যখন আসে মিথ্যা তখন পালিয়ে যায়। অতএব, সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা কখনও জয়ী হতে পারে না। কিন্তু এই পন্থীরা এসব নীতি বাক্য মানেন না। তারা অনুসরণ করেন তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরু সাহেবকে যিনি লিখে গেছেন, মিথ্যা বলা অনেক সময় শুধু জায়েযই নয়, বরং বাধ্যতামূলক (তর্জ-নুল কুরআন)।

আর এই নির্দেশকে শিরোধার্য করে আবু খালেদ নামক জনৈক শিষ্য অনবরত মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন। বিগত ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯১ সংখ্যা সোনার বাংলায় তিনি "গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর একটি ভবিষ্যদ্বাণীও কিন্তু পূর্ণ হয় নি" নামে একটি লেখা ছেপেছেন। এতে তিনি মাত্র একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে বিকৃত রূপে অপরের লেখা থেকে নকল করে পেশ করেছেন। তিনি একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে আলোচনা করে রায় দিয়েছেন, একটি ভবি-ষ্যদ্বাণীও 'পূর্ণ' হয়নি। যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাই 'পূর্ণ' শব্দটি বড় অক্ষরে লিখে

দিয়েছেন। অর্থাৎ তার মতে বড় অক্ষরে 'পূর্ণ' লিখায় এবং তার অনূদিত নকলটির মতে ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা হওয়ায় এই একটি দিয়েই সকল ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়ে গেল। কি চমৎকার দলীল। এই রচনা পড়ে কেউ কেউ মারহাবা মারহাবা ধ্বনি দিলেও সত্যান্বেষী সুধী ব্যক্তিরা কিন্তু এ দেখে না হেসে থাকতে পারবেন না। জাগ্রত পাঠককে তো ফাঁকি দেয়া যায় না। তারা যা পড়েন বুদ্ধি ও যুক্তির মাপ কাঠিতে বিচার করেই পড়েন। কারো মিথ্যার 'টেবলেট' তারা চোখ বুজে গলধঃকরণ করতে পারেন না। তবে জ্ঞান-চক্ষু যাদের নেই তারা অন্যে যা পরিবেশন করে তাই বিশ্বাসে গিলে ফেলে। ফলে জগতের কোন ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় তাদেরই যারা অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করে।

লেখক প্রথমেই একটি ফতওয়া পেশ করেছেন। ফতওয়াটি হল, "মহানবী (সাঃ) এর পর কোন নবী নাই। অতএব, এই ব্যক্তি মিথ্যুক এবং কাফের। এই ব্যক্তির নিকট কোনও লোক তার কথিত দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বললে সেও কাফের হয়ে যাবে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।" তিনি বুঝতে পারেন নি যে, তার পরিবেশিত ফতওয়াটি বুমেরাং হয়ে তারই ঘাড় মটকাবে। তার মতে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারের দাবী নিয়ে যে ঘাঁটাঘাঁটি করে, সত্য মিথ্যা যাঁচাই করে সে কাফের। অতএব, তার এবং মূল লেখক নদভী সাহেবের মতে 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' যখন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার তখন তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্য মিথ্যার প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করে উভয়ই পাক্কা কাফের হয়ে গেছেন। হায়! কি করতে গিয়ে কি হয়ে গেল! অপরকে কাফের বানাতে গিয়ে তারাই শেষ পর্যন্ত কাফের হয়ে গেলেন! কথায় বলে, পরের জন্য যে গর্ত করে, সে সেই গর্তে পড়ে মরে।

মোহাম্মদী বেগম সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি লেখক উপস্থাপন করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর খণ্ড খণ্ড অংশ পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআন শরীফে আছে, "তোমরা অচেতন অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না (৪ : ৪৪)। ভণ্ড বেশরা ফকিররা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক অংশ বাদ দিয়ে বলে, লা তাকরাবুস্ সালাতা অর্থাৎ নামাযের কাছে যেও না। এখানেও এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

লেখক সাহেব লিখেছেন, "মির্যা সাহেবের জীবনে ভবিষ্যদ্বাণী কোন নূতন কিছু নয়, তার বই পুস্তক, প্রচার পত্র এবং তার প্রচার জীবন ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ।" লেখক স্বীকার করেছেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বহু। তবে তার মতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির 'একটা বিশেষ স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।' আর এজন্যই হয়ত তিনি অন্য কোন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন না করে শুধু এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্বন্ধে আপত্তি করতে মাঠে নেমেছেন। উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে মসীহে

মাওউদ (আঃ)-এর 'বই, পুস্তক, প্রচার পত্রে' প্রচারিত বহু ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল :

১। তাঁর প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে (তাযকেরা, ৩১২ পৃঃ)। যখন তিনি একা ছিলেন, ধন বল, জন বল ছিল না, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আজ পৃথিবীর ১২৮টি দেশে হাজার হাজার জামা'ত, মসজিদ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে।

২। রাষ্ট্রপ্রধানরা (বাদশাহ) তাঁর বস্ত্র থেকে কল্যাণ লাভ করবে (ঐ, ১০ পৃঃ)। রাষ্ট্র প্রধান, পেরমাউন্ট চীফ বা আফ্রিকার বাদশাহ্‌রা তাঁর বস্ত্র থেকে বরকত লাভ করেছেন। গাম্বিয়ার রাষ্ট্র প্রধান আলহাজ্জ স্যার এফ, এম, স্যাংঘাটে সর্ব প্রথম মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এক খণ্ড বস্ত্র লাভ করেন।

৩। তাঁর গৃহে কখনও প্লেগ প্রবেশ করবে না (কিশ্‌তিয়ে নূহ)। পাঞ্জাবে যখন ভয়াবহ আকারে প্লেগ মহামারী দেখা দেয় তখন তাঁর গৃহে অবস্থানরত লোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন।

৪। তাঁর বংশধর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়বে (তাযকেরা, ১৪০ পৃঃ)। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর শত শত বংশধর বাস করেছেন।

৫। তাঁর বংশের অন্যান্য শাখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে (ঐ)। মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নিজ সন্তানদের আওলাদ ছাড়া তাঁর বংশের আর কেউ পৃথিবীতে জীবিত নেই।

৬। আল্লাহ্‌ তাঁকে রক্ষা করবেন (ঐ, ১৮৪ পৃঃ)। সকল শত্রুর আক্রমণ থেকে আল্লাহ্‌-তা'লাই তাঁকে সুরক্ষিত রেখেছেন। কোন শত্রুই শত চেষ্টা করে তাঁর গায়ে একটি আঁচরও দিতে পারে নি।

৭। আল্লাহ্‌ তাঁর আয়ুকেও বৃদ্ধি করে দেবেন (ঐ, ৭৩৮ পৃঃ)। বড় বড় রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্বেও তিনি পৌণে এক শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল জীবিত ছিলেন।

৮। রাশিয়ার জার ধ্বংস হয়ে যাবে (ঐ, ৫৪০)। সমগ্র জগৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার সাক্ষী।

৯। বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা রদ হয়ে যাবে এবং বাঙ্গালীদের অন্তর জয় করা হবে (তাযকেরা)। ১৯০৫ সালে এক আদেশ বলে যে বঙ্গ ভঙ্গ করা হয় ১৯১১ সালে তা রহিত করা হয়।

১০। পূর্ব দেশের এক শক্তির উত্থান হবে এবং কোরীয়ার অবস্থা নাজুক হবে (ঐ, ৫১৮ পৃঃ)। জাপানের শক্তির উত্থান এবং কোরীয়া দ্বিখণ্ডিত হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে।

১১। জামাতের জন্য তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করান হবে। তাঁর দ্বারা সত্য উন্নতি করবে এবং বহু লোক সত্যকে গ্রহণ করবে (ঐ, ৫৮৪)। তাঁর পুত্র আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় পাত্র হবেন এবং তাঁর নাম হবে মাহ্‌মুদ আহমদ (তাযকেরা ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্র জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ)-এর দ্বারা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করে। হযরত মাহমুদ (রাঃ)-এর যুগে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায়, আমেরিকায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তিনি পবিত্র কুরআনের এক অপূর্ব তফসীর রচনা করেন ও নানা বিষয়ে মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। তিনি জামা'তের সংগঠনকে মজবুত এবং সুশৃঙ্খল করেন ও দীর্ঘ ৫২ বৎসর কাল জামা'তকে নেতৃত্ব দান করেন। উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল তিনি সোমবারে জন্ম গ্রহণ করবেন (তাযকেরা, ১৩৯ পৃঃ)। হাঁ, এই ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথ রূপে পূর্ণ হয়েছে।

১২। তাঁর ফির্কার লোক বিদ্যা এবং জ্ঞানে এত উন্নতি করবে যে, অন্য সব ফির্কার উপর এ ব্যাপারে তারা প্রাধান্য লাভ করবে (ঐ, ৬০৪ পৃঃ)। আহ্‌মদীয়া জামা'তের কৃতী সন্তান হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খান প্রথম মুসলমান যিনি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রফেসর আব্দুস সালাম প্রথম মুসলমান যিনি বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন।

১৩। যে ব্যক্তি তাঁকে অপমান করবে, সেই ব্যক্তি অপমানিত হবে (তাযকেরা)। এর প্রমাণ বহু। নমুনা স্বরূপ একটির উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত আলেম মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া সংগ্রহ করেন এবং আহ্‌মদীয়া-তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে তার উপরই কুফরী ফতওয়া প্রদান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সমাজচ্যুত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আজ তার কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

১৪। এক ব্যক্তি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে কুফরীর ঘোষণা দেবে। ফলে সে এক বিশেষ অভিযোগে ধরা পড়বে। এথেকে ছাড়া পাওয়ার কোন পথই থাকবে না (ঐ, ৩৫৩)। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হবে এবং চল্লিশ দিন পর মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হবে। এর বিরুদ্ধে সে আপিল করবে (ঐ, ৫৩৭)। ৫২ বৎসরে পদার্পণ করার পর তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে (ঐ, ১৮০)। রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে এই ঘটনাটি ঘটবে (ঐ, ৫৪৫)। মিঃ ভুট্টোর মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। ভুট্টো সাহেব আহ্‌মদীদেরকে Not Muslim ঘোষণা করেন। এরপর তাকে খুনের অপরাধে ধরা হয়। শত আবেদন সত্ত্বেও তিনি এথেকে মুক্তি পাননি। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তিনি আপিল করেন। ৫২ বৎসর বয়সে তাকে রাতের কিছু অংশ বাকী থাকতে ফাঁসী দেয়া হয়।

১৫। মূসা (আঃ) যেমন যালেম শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেশ ত্যাগ করেছিলেন। মূসা (আঃ) উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ফেরাউন দলবল সহ নিমজ্জিত হয়েছিল। ঠিক তেমনি তাঁর জামা'তের বেলায়ও হবে (ঐ, ৮৫৪)। জেনারেল জিয়াউল হকের দুঃশাসনে জামাতের খলীফাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। ফেরাউন সদৃশ জেঃ জিয়াউল হক দলবলসহ শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। মূসা (আঃ) নদী পথে গিয়েছিলেন। জেঃ জিয়া

আকাশ পথে মৃত্যুবরণ করেন। ফেরাউন মুহররম মাসের এক বুধবারে মৃত্যুবরণ করে। জিয়াউল হকও মহররম মাসে বুধবারে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক মহোদয় বই, পুস্তকে, প্রচার পত্রে যেসব অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্বীকার করেছেন, আমরা তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ মাত্র পনরটি ভবিষ্যদ্বাণী সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।

এখন আমরা আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি। আমরা আগেই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজনীয় অংশ লেখক ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করেছেন। কারণ পাঠককে প্রতারিত করতে হবে। এখানে এও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল উর্দু এবং আরবীর অনুবাদও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "আমার এই সম্পর্কের জন্য আবেদন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সকল প্রয়োজনই খোদাতা'লা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সন্তানও দান করেছেন। আর তার মধ্যে সেই ছেলেও যে ধর্মের আলোক বর্তিকা হবে বরং এক ছেলে অচিরেই জন্ম গ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যার নাম মাহমুদ আহমদ হবে। সে নিজ কর্মে উলুল আযম হবে। অতএব, এই সম্বন্ধ যার জন্য আবেদন করা হয়েছে তা শুধু নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য (ইস্তেহার, ১৫ই জুলাই, ১৮৮৮)। মোহাম্মদী বেগমের পরিবার মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে পূর্ব থেকেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ওরা নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিল এবং ধর্ম নিয়ে হাসি বিদ্রুপ করত। ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল, মোহাম্মদী বেগমের পিতা যদি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার কন্যাকে অন্যত্র বিয়ে দেন তাহলে তিনি তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ৫৭৩ পৃঃ)। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মোহাম্মদী বেগমের পিতা মির্যা আহমদ বেগ ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পাঠক বৃন্দ! লেখকদ্বয় তাদের বর্ণনায় এই সত্যটি গোপন করে গেছেন। এই মৃত্যু কি মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার উজ্জল প্রমাণ নয়? ভবিষ্যদ্বাণীতে "হে নারী তৌবা কর, তৌবা কর। কেননা তোর সন্তান এমনকি সন্তানের সন্তানদের উপর বিপদ আপতিত হবে (ইস্তেহার, শেষাংশ, ১০ জুলাই, ১৮৮৮)।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "আল্লাহ্‌তা'লা ওদেরকে শাস্তি দেন না, যারা এস্তেগফারে রত থাকে (আনফাল, ৩৪ আয়াত)। হযরত ইউনুসের (আঃ) জাতির জন্য চল্লিশ দিনের মধ্যে আযাব আসার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ জাতি ভীত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ফলে আযাব রহিত হয়ে গেল (তফসীর, কবীর, ইমাম রাযী, ৫ম খণ্ড, ৪২ পৃঃ ও তফসীর ফতহুল বয়ান, ৮ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)।

মির্যা আহমদ বেগের মৃত্যুতে যখন ভবিষ্যদ্বাণীর এক অংশ পূর্ণ হয়ে গেল, তখন ঐ পরিবারের সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তওবা করতে লাগল। ফলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী তাদের উপর থেকে বিপদ দূর হয়ে গেল। মসীহে মাওউদ (আঃ) এই পরিবারের লোক-

দেরকে এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তওবা করতে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন (১০ই জুলাই এর ইস্তেহার দ্রষ্টব্য)। মোহাম্মদী বেগমের স্বামী সুলতান মোহাম্মদ মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে তওবা ইস্তেগফার করে রক্ষা পেলেন। এ ব্যাপারে তার স্বহস্ত লিখিত স্বীকারোক্তি আমাদের কাছে রয়েছে।

মৌলানা হাফেয জালাল আহমদ সাহেব, মোহাম্মদী বেগমের স্বামী মির্যা সুলতান মোহাম্মদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ এখানে পেশ করা হল। মির্যা সুলতান মোহাম্মদ বলেন, "আমার শ্বশুর মির্যা আহমদ বেগ সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন।" কিন্তু খোদাতা'লা গফুর ও রহীম, তিনি তাঁর বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করেন এবং রহম করেন (অর্থাৎ তার প্রতি দোয়া শ্রবণ করে রহম করেছে)। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমার কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় নি।" (আল ফযল, ৯-১৩ই জুন, ১৯২১)। আর্য সমাজী এবং খৃষ্টান পাদ্রীরা তাকে লাখ লাখ টাকা দেবার প্রলোভন দেখিয়েও এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি আদায় করতে পারে নি (ঐ)। মৌঃ সানাউল্লাহ অমৃতসরীও বিবৃতি আদায়ের চেষ্টা করে বিফল হন। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, "যখন আহমদ বেগ মারা গেল তখন তার বিধবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের কোমর ভেঙ্গে গেল। তখন ওরা দোয়া ও বিনীত প্রার্থনার দিকে দৃষ্টি দিল (হুজ্জাতুল্লাহ্, ১১ পৃঃ)। এই পরিবারের যারা আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেছেন তারা হলেন ঃ (১) মোহাম্মদ ইসহাক (মোহাম্মদী বেগম ও সুলতান মোহাম্মদের পুত্র), (২) মোহাম্মদী বেগমের মাতা অর্থাৎ আহমদ বেগমের স্ত্রী, (৩) মাহমুদা বেগম (মোহাম্মদী বেগমের বোন), (৪) এনায়েত বেগম (ঐ), (৫) মির্যা আহমদ হাসান (আহমদ বেগের জামাতা), (৬) মির্যা মোহাম্মদ বেগ (আহমদ বেগের পুত্র)। মোহাম্মদী বেগমের পুত্র মির্যা মোহাম্মদ ইসহাক বেগ লিখেন, "আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, ইনি সেই মসীহে মাওউদ যাঁর সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন (আল ফযল ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১)। আশ্চর্য্যের বিষয়! যাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তারা বলছেন, ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছে। আর কতিপয় মৌলবী সাহেব চীৎকার করছেন পূর্ণ হয় নি বলে। একেই বলে বাদী নীরব, সাক্ষী মুখর। এখানে এও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যদ্বাণীর বেলায় অনেক সময় নবীদেরও 'ইজতেহাদী গলতি' হয়ে থাকে। মহানবী (সাঃ) দেখলেন, তিনি সঙ্গী সহ নির্ভয়ে কা'বার তওয়াফ করছেন এবং মস্তক মুণ্ডন করে এহরাম খুলছেন। এর উপর ভিত্তি করে চৌদ্দশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সাঃ) উমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যাত্রা করেন। কিন্তু হুদায়বিয়ায় বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে এক অসম সন্ধি করে ফিরে আসলেন। মহানবী (সাঃ) এই রূইয়াভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীর সাময়িক ব্যর্থতা দেখে সাহাবীরা পরীক্ষায় নিপতিত হলেন। কেউ কেউ মুরতাদ পর্যন্ত হয়ে গেল। হযরত ওমর (রাঃ) এর ন্যায় মহান সাহাবীও বল্লেন, "আপনি কি সত্য নবী নন?" নবী করীম (সাঃ) বল্লেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই আমি সত্য নবী।" ওমর (রাঃ) বল্লেন, "আমরা কি সত্যের উপর এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার উপর নয়?" হুযূর (সাঃ) বল্লেন, "অবশ্যই।" হযরত ওমর (রাঃ) বল্লেন, "তাহলে কেন ধর্মের বেলায় এই দুর্বলতা?" (বোখারী দ্রষ্টব্য)। হযরত ওমর (রাঃ) বল্লেন, "আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তার মধ্যে মাত্র এই দিনই আমি সন্দেহে পতিত হয়েছিলাম (জাদুল মায়াদ, ১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ)। রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আমি দেখলাম

যে, আমি মক্কা থেকে খেজুরওয়ালা এক জায়গায় হিজরত করছি। আমার ধারণা হল, এই অঞ্চলটি ইয়ামামা অথবা হজর হবে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল এটি ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা (বোখারী)। উল্লেখ্য যে, মুবরাম তকদীরও সদকা খয়রাত দ্বারা দূর হয়ে যায় (হাদীস রওজা আর রিয়াজিন, টীকা কসাসুল আম্বিয়া, ২৬৪ পৃঃ, জামিউস সগীর ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃঃ)। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) একটি হাদীসের উল্লেখ করে বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) এর যুগে জিবরাঈল (আঃ) এক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সদকা দিয়ে ঐ ব্যক্তি বেঁচে যায় (মকতুব, ১ম খণ্ড, ১৩২ পৃঃ)।

আমরা দেখতে পেলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্যা আহমদ বেগ মৃত্যু বরণ করেন। মির্যা সুলতান মাহমুদও মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পান। তাছাড়া আহমদ বেগের কন্যারা, জামাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং মোহাম্মদী বেগমের পুত্র মির্যা মোহাম্মদ ইসহাকও বয়াত করে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অবিশ্বাসীদের জন্য, যারা বিশ্বাসী হয়ে গেল তাদের উপর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য নয়।

আমরা মসীহে মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করছি। তাই শেষ করার আগে অনাগত ভবিষ্যতে আরো যেসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে পেশ করছি :

১। ঈসা (আঃ) মৃত। তিনি কখনও আকাশ থেকে আসবেন না।

২। রাশিয়ায় আহ্‌মদী জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করবে।

৩। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ধর্ম হবে ইসলাম আর একমাত্র ধর্ম নেতা হবেন বিশ্ব নবী মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)।

৪। খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। খিলাফতের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫। পৃথিবীর কোন শক্তিই আহ্‌মদী জামা'তকে ধ্বংস করতে পারবে না। বাঁধা বিপত্তি আসবে, মিথ্যা ইলযাম দেয়া হবে কিন্তু পরিণামে সব দুরীভূত হয়ে আহ্‌মদীয়াত জয় লাভ করবে। যারা এই জামা'তকে ধ্বংস করতে চাইবে, তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

মৌদুদী জামা'তের নেতা গোলাম আযম সাহেবও বলেছেন, মূল বই যারা পড়ে নি তারা কোন সমালোচকের লেখা পড়েই যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে অবশ্যই লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে (ইকামাতে দীন, ৭৪ পৃঃ) তিনি আরো বলেছেন, "তাই মূল বই না দেখে শুধু বিচ্ছিন্ন কোন কথার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা নিরাপদ নয় (ঐ, ৮৪ পৃঃ, ১৯৮৩ সংস্করণ)

জনাব আবু খালিদ সাহেব আপনি নিজে মূল বই পড়েছেন কি? আপনি আপনার নেতা গোলাম আযম সাহেবের কথা মানবেন কি? আমাদের বিশ্বাস আপনি কখনও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ সব মূল গ্রন্থ পাঠ করেন নি। অতএব, কলম চালাবার আগে আপনি অন্ততঃ একবার মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ। গ্রন্থগুলি পাঠ করে নিন।

সম্মানীত পাঠক বৃন্দ! আপনারাও দয়া করে আহ্‌মদী জামা'তের মূল বইগুলো পাঠ করুন। সত্যকে জানবার জন্য অনুসন্ধান করুন। আবু খালেদ সাহেব এবং তার সহযোগীদের পরিবেশিত কোন বিচ্ছিন্ন কথার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন, এ হেন সিদ্ধান্ত নিরাপদ নয়। উল্লেখ্য যে, পরামর্শটি আমার নয়, জনাব গোলাম আযম সাহেবের।

শ্রেষ্ঠ আত্মার স্মৃতিচারণ

মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

দেখিয়া মরুতে পাপের ভার,
কাঁদিয়া তিনি সকাশে খোদার
বিগলিত প্রাণে করেন আরয করিতে পরিত্রাণ
মর্তের সব কলংক মুছে ভরে দিতে কল্যাণ।

আকুল হৃদের শুনে আহ্বান
উথলি উঠেন মহা দয়াবান,
হেরার গুহাতে শুনালেন তাঁরে কুরআনের সুর-ধ্বনি
স্বর্গের সব কল্যাণ দিয়ে পাঠালেন তিনি বাণী।

পিতা-মাতাহীন মরুর দুলাল,
মানব-হিতের যিনি কাঙাল,
বহি তৌহীদের বাণী সমারোহে আরবের আল্-আমীন
দিলেন ঘোষণা 'আল্লাহু আহাদ, ইসলাম বিশ্ব-দীন'।

সে দিনের সেই মেষের রাখাল
ধরিলেন হাতে মানবের হাল,
ইহ পরকালে মানব-জাতির করিতে পরিত্রাণ,
পথে-প্রান্তরে দেশে-দেশান্তরে জানালেন আহ্বান।

একত্র করিয়া আত্মীয়-স্বজন পাহাড়ের পাদদেশে
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশ করিলা ধীর-স্থির পরিবেশে।

জল, স্থল, গিরি, বনানী আকাশ
নব উল্লাসে হইয়া বিকাশ
হৃদয় উজারি করিল গ্রহণ স্বর্গীয় সুসংবাদ,
জিন-ইন্‌সান-প্রজারা কেবল করিল যে প্রতিবাদ।

মানবের লাগি বড় পরিতাপ
যুগে যুগে হায় একই সন্তাপ!
যখনই কোন পুণ্য-বাহক আসিল স্বর্গ হতে
চির-আচরিত বিধানে মানুষ দাঁড়ায় খড়্গ হাতে (আল-কুরআন)

মদেতে মাতাল পুতুল-পূজারী
অনুরূপভাবে উঠিল শিহরি

মরু টিলা হতে পাথর ছুড়িয়া মারিল তাঁহার গায়
স্বর্গের দেহ হতে খুন ঝড়ে উত্তপ্ত বালুকায়।

শুরু হলো মহা যাতনার ঝড়
ক্ষত বিক্ষত বুকের পাজর

ওহুদে করিলে দন্ত শহীদ, তায়েফের নির্মমতা
মনে হলে আজও কাঁপে অন্তর, হৃদে লাগে কত ব্যথা,

তবু সে মহান প্রেমের আধার
দিতে চায় প্রাণ মৃত আত্মার

কেঁদে কেঁদে ডাকে আয় মরুবাসী আমার সোহাগ কোলে
অমৃত সুধা নিতে আয় সবে, অতীত কলংক ভুলে।

রূহানী এ ডাকে কেউ নাহি আসে
ব্যাঙ্গ করিয়া ফিক্ ফিক্ হাসে

ফন্দি আঁটিল বেদুঈন সব, রুধিতে কণ্ঠস্বর,
নিভাইতে চায় ফুৎকারে হায়, ইসলামের দিবাকর।

তবু থামে নাই আরষ গুষার
ছুটছেন তিনি দ্বার হতে দ্বার

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরেছেন তিনি আরবের প্রাঙ্গণ।
তৌহিদী প্রেমে বাঁধিয়া তাদের করিতে আলিঙ্গণ।

তুলিল এবার হাতে হাতিয়ার
অগ্নি কণ্ঠে করে হুশিয়ার,

পুণ্য শির তাঁর করিবে ছিন্ন, যালিমের মহা পণ।
বিনাশ করিবে তাঁরে আর তাঁর স্বর্গের আয়োজন।

অন্ধের আত্মা বুঝিল না হায়!
স্বর্গের আলো এসেছে ধরায়

আঁধারেতে আলো দেখেন খাদিজা, আরেকটি মহৎপ্রাণ
"সিদ্দীক" বলে স্বর্গ যাহার আজও গাহে জয়গান।

অবশেষে এক কৃতদাস এসে
প্রেম লাভ তবে দাঁড়াল সে পাশে,
তাঁরও গলায় বাঁধিয়া রশি অগ্নি বালুতে টানে
অপরাধ তাঁর কণ্ঠে কেন সে আযানের ধ্বনি আনে।
এমনি ভাবে যাতনার ভার,
অন্তর পুড়ে হলো অঙ্গার,
শেষটায় তিনি ঐশী নির্দেশে ছাড়িলেন মাতৃ নীড়,
আল্লাহ্-নির্ভর প্রশান্ত মন আমাদের নবীজির।
বিত্ত-বিভা স্বদেশ-প্রীতি
স্নেহ মমতা ও বাল্য স্মৃতি
নিঝুম ঘুমে রাখিয়া সবারে পথ চলে দু'টি ফুল
নিশীথ রাতের বিদায় পথে, শোকে কাঁদে বুল বুল।
হাজার উষ্ট্র পাইবার তরে
ছুটিল জনতা তাঁরে মারিবারে,
এই সংকটে আশ্রয় দিল মাকড়ের গড়া জাল,
ভাবিলে অন্তর শিহরিয়া উঠে এমন সংকট-কাল
বেদনা-বিধুর নবীর কাহিনী
সব কিছু তাঁর মৃত-সঞ্জীবনী,
চাই নাকো আর লিখিয়া এসব সকলেরে কাঁদাবার
জীবন-দুঃখীর শুধু সাধ ছিল মানবেরে বাঁচাবার।
একটি আরযই করিব এবার,
আছে পথ তাঁর সাধ পুরাবার—
এসেছে ধরায় ইমাম মাহ্‌দী তাঁহারই কল্যাণ নিয়া,
চলুন সে ধনে ভাগীদার হই, তাঁহারই সকাশে গিয়া

—০—

সম্রাটগণের নিকট রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্র

মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ
অনুবাদক — আব্দুল্লাহ শাম্‌স বিন তারিক

হুদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে রসূল (সাঃ) তাঁর বাণী প্রচারের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। (এতে তিনি বিভিন্ন সম্রাটের নিকট তাঁর বাণীসহ দূত প্রেরণের চিন্তা করেছিলেন —অনুবাদক)। যখন তিনি সাহাবীদের নিকট এ কথা উল্লেখ করলেন, তখন তাদের মধ্যে যারা রাজ দরবারের রীতি-নীতির সাথে পরিচিত ছিলেন, তারা তাঁকে জানালেন যে, প্রেরকের মোহরাঙ্কিত না হলে সম্রাটগণ সেই পত্র গ্রহণ করেন না। তাই রসূল (সাঃ) একটি সীলমোহর তৈরী করিয়ে নিলেন, যাতে খোদাই করা ছিল 'মুহম্মদ' 'রসূল' 'আল্লাহ'।

সম্মানার্থে সবার উপরে 'আল্লাহ,' তার নীচে 'রসূল' এবং সবার নীচে 'মুহম্মদ' লেখা হয়েছিল।

৬২৮ খৃষ্টাব্দের মুহর্‌রম মাসে বিভিন্ন রাজধানীর পথে দূত রওনা হয়ে যান। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন শাসনকর্তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি করে পত্র। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস, এবং পারস্য, মিশর (মিশরের তৎকালীন রাজা রোম সম্রাট অর্থাৎ কাইজারের অধীন ছিলেন) ও আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট দূত প্রেরিত হয়েছিল। কাইজারের পত্রটি পৌঁছানোর দায়িত্বে নিযুক্ত দেহিয়া কালবী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন প্রথমে বস্‌রার গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান। যখন দেহিয়া (রাঃ) গভর্নরের সঙ্গে দেখা করলেন তখন মহান কাইজার স্বয়ং সাম্রাজ্য পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় ছিলেন। গভর্নর দেহিয়া (রাঃ)-কে কাইজারের সংগে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। যখন দেহিয়া (রাঃ) রাজদরবারে প্রবেশ করলেন, তখন তাকে জানানো হল যে, কাইজার যখন প্রকাশ্যে কারো সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হন তখন সেই ব্যক্তিকে কাইজারের সম্মুখে সিজদার ভঙ্গিতে মাথা নত করতে হয়। দেহিয়া (রাঃ) এতে অসম্মতি জানিয়ে বললেন যে, মুসলমান অপর মানুষের সামনে মাথা নত করে না। তাই দেহিয়া (রাঃ) নির্ধারিত অভিবাদন ছাড়াই কাইজারের সামনে আসন গ্রহণ করলেন। কাইজার একজন অনুবাদককে দিয়ে চিঠি পড়িয়ে নিলেন। এই সময়ে সেই শহরে কোন আরব যাত্রীদল আছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, তিনি একজন আরবের নিকট এই আরব নবীর, যিনি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন, সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। সে সময় আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক যাত্রী দলের সাথে সেই শহরে উপস্থিত ছিলেন। কর্মচারীরা তাকে কাইজারের নিকট নিয়ে আসলেন। আবু সুফিয়ানকে অন্যান্য আরবদের সামনে দাঁড়াতে বলা হল এবং তাদেরকে আবু সুফিয়ানের যে কোন ভুল বা মিথ্যা বক্তব্য সংশোধন করে দিতে বলা হল। এরপর হেরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাদের সংলাপ ঐতিহাসিক দলীলে নিম্নোক্ত রূপে পাওয়া যায় :

কাইজার হেরাক্লিয়াস :—আপনি কি নবী দাবীকারক এই ব্যক্তিকে চিনেন যিনি আমার নিকট পত্র পাঠিয়েছেন? আপনি কি বলতে পারেন তিনি কেমন পরিবারে জন্মেছেন?

আবু সুফিয়ান : তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মেছেন এবং তিনি আমার একজন আত্মীয়।

হেঃ : তার পূর্বে কি কোন আরব এরূপ দাবী করেছে?

আ-সুঃ না।

হেঃ তোমাদের লোকেরা দাবীর পূর্বে কি কখনো তাঁকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে ?

আ-সুঃ না।

হেঃ তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কি সম্রাট বা শাসনকর্তা ছিলেন ?

আ-সুঃ না।

হেঃ তাঁর সাধারণ কর্মক্ষমতা ও বিচার শক্তি সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ ?

আ-সুঃ তাঁর সাধারণ কর্মক্ষমতা ও বিচার শক্তিতে আমরা কখনো কোন ত্রুটি পাই নি।

হেঃ তাঁর অনুসারীরা কেমন ? তারা কি ধনী ও ক্ষমতাশালী ? নাকি দরিদ্র ও দুর্বল ?

আ-সুঃ অধিকাংশই দরিদ্র ও দুর্বল এবং অল্প বয়সী।

হেঃ তাদের সংখ্যা কি বর্ধিষ্ণু না ক্ষয়িষ্ণু ?

আ-সুঃ বর্ধিষ্ণু।

হেঃ তাঁর অনুসারীরা কি কখনো পূর্ব বিশ্বাসে ফিরে যায় ?

আ-সুঃ না।

হেঃ তিনি কি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন ?

আ-সুঃ এখন পর্যন্ত না। কিন্তু কিছু দিন আগে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নতুন সন্ধি করেছি। দেখা যাক এবার তিনি কি করেন।

হেঃ তাঁর সাথে কি এখন পর্যন্ত তোমাদের কোন যুদ্ধ হয়েছে ?

আ-সুঃ হ্যাঁ।

হেঃ সেগুলোর ফলাফল কিরূপ ?

আ-সুঃ চাকার উপরে অবস্থিত বালতির ন্যায় আমাদের ও তাদের মধ্যে জয়-পরাজয় পালাবদল করে। যেমন বদরের যুদ্ধে, যেখানে আমি ছিলাম না, তিনি আমাদেরকে পরাস্ত করেন। ওহুদের যুদ্ধে, যেখানে আমি আমাদের দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, আমরা তাদেরকে পরাভূত করি। আমরা তাদের পেট, নাক ও কান ছিঁড়ে ফেলি।

হেঃ কিন্তু কি শিক্ষা দেন তিনি ?

আ-সুঃ (তিনি শিক্ষা দেন যে,) আমাদের এক খোদার ইবাদত করা উচিত এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার দাঁড় করানো উচিত নয়। তিনি আমাদের সেই সব দেব-দেবীর বিরোধিতা করেন যাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষেরা পূজা করেছে। এর বদলে, তিনি চান যেন আমরা এক খোদার উপাসনা করি, শুধু মাত্র সত্য কথা বলি এবং সকল অন্যায় ও দুর্নীতির কর্ম পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদেরকে অপরের প্রতি সদাচরণ, চুক্তি রক্ষা এবং অঙ্গীকার পালনে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই আকর্ষণীয় কথোপকথন শেষ হওয়ার পর কাইজার বলেন : প্রথমে আমি আপনাকে তাঁর পরিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাঁর পূর্বে কেউ অনুরূপ দাবী করেছে কি না এবং আপনি বলে ছিলেন, না। আমি এই কারণে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, যদি অদূর অতীতে কেউ অনুরূপ দাবী করে থাকে তবে কেউ বলতে পারে এই নবী তাঁর অনুকরণ করছে। এরপর আমি আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, দাবীর পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে কখনো মিথ্যা-বাদিতার অভিযোগ আনা হয়েছে কিনা এবং আপনি বলেছিলেন, না। এ থেকে আমি সিদ্ধান্ত

নিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষ সম্বন্ধে মিথ্যা বলেন না, তিনি খোদা সম্বন্ধেও মিথ্যা বলবেন না। এর পর আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিলেন কিনা আর আপনি বলেছিলেন, না। এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর দাবী কোন হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের দুরভিসন্ধি নয়। আমি এরপর আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, তাঁর অনুসারীরা মূলতঃ শক্তিশাল, ধনী ও ক্ষমতাবান, নাকি দরিদ্র ও দুর্বল। আপনি উত্তরে বলে ছিলেন যে, তারা সাধারণত; দরিদ্র ও দুর্বল; অহংকারী ও ধনী নয়। নবীর প্রথম অনুসারীরা এরূপই হয়ে থাকে। এরপর আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে এবং আপনি বলেছিলেন যে, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। এমন সময় আমার মনে পড়ল যে, নবীরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এর পর আপনাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, তাঁর অনুসারীরা কি কখনো বীতশ্রদ্ধ বা নিরুৎসাহিত হয়ে দল ত্যাগ করে, এবং আপনি বলেছিলেন, না। এমন সময় আমার মনে পড়ল যে, নবীর অনুসারীরা সাধারণতঃ দৃঢ়চিত্ত হয়ে থাকে। অন্য কারণে কখনো তারা দল ত্যাগ করতে পারে, তবে বিশ্বাসের (ধর্মের) প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা কখনো দলত্যাগ করেন না। আমি এরপর জানতে চাইলাম, আপনাদের এবং তাঁর মধ্যে কখনো যুদ্ধ হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি। আপনি বলেছিলেন, চাকার উপর অবস্থিত বালতির ন্যায় এবং নবীরা এরূপই হয়ে থাকেন। শুরুতে তাঁদের অনুসারীরা পরাভূত হন এবং দুর্ভাগ্যের স্বীকার হন, কিন্তু পরিশেষে তাঁরাই বিজয়ী হন। এরপর আমি আপনাকে তাঁর প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং আপনি বলেছিলেন যে, তিনি এক খোদার উপাসনা, সত্যবাদিতা, নৈতিকতা এবং চুক্তি রক্ষা ও অঙ্গীকার পালনের শিক্ষা দেন। আমি আপনাকে এও জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি কি কখনো কাউকে ধোকা দিয়েছেন এবং আপনি বলেছিলেন, না। নীতিবান ব্যক্তিরা এরূপই হয়ে থাকেন। এজন্য আমার মনে হয় যে, তাঁর নবুওয়াতের দাবী সত্য। আমাদের যুগে আমি মনে মনে তাঁর আগমনের আশা করেছিলাম। তবে আমি জানতাম না যে, তিনি একজন আরব হবেন। আপনি যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি মনে করি তাঁর প্রভাব ক্ষমতা এই এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। [বুখারী]

এই বক্তব্য সভাসদদের অসন্তুষ্ট করল এবং তারা সম্রাটকে অন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষকের প্রসংসার জন্য দোষ দিতে লাগলেন। অনেকে প্রতিবাদও করলেন। দরবারের কর্মকর্তারা আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের ছেড়ে দিলেন। কাইজারকে লেখা রসূল (সাঃ)-এর এই পবিত্র পত্রের অনুলিপি ঐতিহাসিক দলিলাদিতে পাওয়া যায়। এটি নিম্নরূপ:

হইতে, আল্লাহ্‌র সেবক এবং রসূল মুহাম্মদ। প্রতি, রোম শাসক হেরাক্লিয়াস। যে ব্যক্তি ঐশী পথনির্দেশনার অনুসারী, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, হে বাদশাহ্! আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। আপনি মুসলিম হন! খোদা আপনাকে সকল যন্ত্রণা হতে রক্ষা করবেন, এবং দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু, যদি আপনি এই বাণী অগ্রাহ্য করেন এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, তবে শুধু আপনার অস্বীকৃতির বোঝাই

নয়, বরং আপনার প্রজাদের অস্বীকৃতির পাপের বোঝাও আপনার ঘাড়েই ন্যস্ত হবে। 'বল, হে কিতাবী লোকসকল! আসুন, আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে আমরা এই বিষয়ে একমত হই যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো উপাসনা করি না, এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করি না।' কিন্তু এতে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, 'সাক্ষী থাক যে, আমরা খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।''
[ফুরকানী]

ইসলামের দিকে এই দাওয়াত মূলতঃ ছিল 'আল্লাহ্‌ এক-অদ্বিতীয় আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রসূল' এই বক্তব্যে বিশ্বাসের। আহ্বান পত্রের যেখানে বলা হয়েছে যদি হেরাক্লিয়াস মুসলিম হন তবে তিনি দ্বিগুণ পুরস্কৃত হবেন সেখানে এই কথারই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইসলাম ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) উভয়ের উপর বিশ্বাস আনয়নের শিক্ষা দেয়।

[অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর বিশ্বাসের পুরস্কারের সাথে সাথে তিনি ঈসা (আঃ) এর উপর বিশ্বাসের পুরস্কারও পাবেন। এভাবে তিনি দুইগুণ পুরস্কার পাবেন — অনুবাদক]

বর্ণিত আছে যে, যখন পত্রটি সম্রাটকে প্রদান করা হয়, তখন কোন কোন সভাসদ উহাকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, পত্রটি ছিল সম্রাটের জন্য মানহানিকর। পত্রটিতে সম্রাটকে 'সম্রাট' সম্বোধন না করে 'সাহিব আল্ রূম' অর্থাৎ রোম শাসক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু, সম্রাট বলেছিলেন যে, পত্রটি না পড়ে ছিঁড়ে ফেলা বিজ্ঞজনোচিত হবে না। তিনি এও বলেছিলেন যে, 'রোম শাসক সম্বোধনটি ভুল নয়। বাস্তবে, ঈশ্বরই সব কিছুর প্রভু। একজন সম্রাট শুধু মাত্র একজন শাসক'।

যখন রসূল (সাঃ) কে জনানো হল, হেরাক্লিয়াস পত্রটি গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁকে সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত মনে হল; এবং তিনি বললেন যে, তাঁর পত্রকে রোম সম্রাট এভাবে গ্রহণ করার জন্য তার সাম্রাজ্য রক্ষা পাবে। এই সম্রাটের বংশধরের বহু দিন ধরে এ রাজ্য শাসন করবেন। বাস্তবেও ইহাই ঘটেছিল। কিছুদিন পরেই যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইসলামের এই রসূল (সাঃ)-এর আরেক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম সাম্রাজ্যের এক বড় অংশ রোমান শাসকদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। তথাপি এর পরেও ছয় শ' বছর হেরাক্লিয়াসের কনষ্টান্টিনোপল্ (বর্তমানে ইস্তাম্বুল —অনুবাদক)-এ প্রতিষ্ঠিত থাকে। রসূল (সাঃ) এর পত্রটি বহু দিন রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত ছিল। মুসলিম সম্রাট মনসুর কালা'উন-এর রাষ্ট্রদূতগণ রোম সফরে গেলে একটি বাক্সে সংরক্ষিত অবস্থায় পত্রটি তাদের দেখানো হল। তৎকালীন সম্রাট পত্রটি দেখিয়ে বলেন যে, তাদের (অর্থাৎ দূতদের — অনুবাদক) রসূলের নিকট হতে তাঁর এক উত্তরসূরী পত্রটি লাভ করেন এবং উহাকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

[Introduction to the Study of the Holy Quran থেকে অনূদিত]

সংবাদ

সীরাতুন্‌নাবী (সাঃ) এর জলসার আয়োজন করুন

মহান রবিউল আউয়াল মাস প্রায় দ্বার প্রান্তে। এ মাসে সমগ্র বিশ্বের ত্রাণ-কর্তা আমাদের প্রিয় নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রত্যেক জামা'তকে এ মাসে বেশী বেশী সীরাতুন্‌নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এসব জলসাতে গয়ের জামা'তের লোক ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকদেরকে বক্তা এবং শ্রোতা হিসেবে দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। জলসা শেষে খাকসারের নিকট সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্যে অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রসঙ্গে

স্থানীয় জামা'তের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের কার্যক্রমের একটি রিপোর্ট তিন মাস অন্তর অন্তর নির্ধারিত ফরমে খাকসারের নিকট প্রেরণ করেন। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ফরম ছাপানো হয়েছে যা শীঘ্রই পাঠানো হচ্ছে। যারা লোক মারফত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তাদেরকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রত্যেক জামা'তই হয়ত অনেক প্রশংসনীয় কাজ করে থাকেন কিন্তু রিপোর্টের অভাবে আমরা তা জানতে পারি না এবং দোয়ার জন্য হুযুর (আইঃ) এর নিকট পেশ করতে পারি না। তাই রীতিমত রিপোর্ট পাঠাতে ভুল করবেন না।

ন, ন, মোহাম্মদ সালেক
জেনারেল সেক্রেটারী

প্রকাশনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

কেন্দ্র থেকে প্রেরিত নীতিমালা অনুযায়ী সেক্রেটারী প্রকাশনাকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তাতে আছে—সকল পুস্তক প্রকাশনা (২৮৬), জামা'তের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ (২৮৭), পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র (২৮৮), জামা'তের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখা সকল আপত্তির জবাব প্রদান (২৮৯), বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশনা (২৯০), লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিচালনা (২৯৩), অনুবাদ করণ (২৯২), প্রদর্শনী পরিচালনা (২৯৪), জামা'তের ইতিহাস প্রণয়ন (২৯৬) প্রভৃতি।

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নীতি অনুযায়ী প্রকাশনা সেক্রেটারীকে যথাযথ অবগত করতে এবং যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

আহমদ তৌফিক চৌধুরী
প্রকাশনা সেক্রেটারী

সন্তান লাভ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঘাটুরা আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান লস্করকে গত ১২/৮/৯১ইং রোজ সোমবার সকাল ১০টার সময় আল্লাহ্-তা'লা একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। নব জাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু

(অবশিষ্টাংশ ৩৩ পাতায় দেখুন)

সুতরাং যারা এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করেন তারা যে নিজ ধ্যান ধারণাকে পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর ওপর চাপিয়ে ইসলাম এবং তার প্রবর্তক মহান নবীর সম্মানের হানি করেছেন, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদেরকে সঠিক পথ দেখান!

আল্‌ কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিম্নরূপ :—

(১) হত্যা প্রসঙ্গে আল্‌ কুরআন বলে ..... কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্‌ হারাম করিয়াছেন কেবলমাত্র ন্যায় বিচার ব্যতিরেকে... ...(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত) এখানে অবশ্যই নির্বিচারে হত্যার বদলে হত্যা করতে বলা হয় নি।

(২) (ক) .....অতঃপর যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক..... (সূরা নিসা : ২৬ আয়াত)

(ক) ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী — ইহার প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করিবে ..... (সূরা নূর : ৩ আয়াত)। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, ব্যভিচারের শাস্তি হলো ১০০ বেত্রাঘাত। বিবাহিত হলে দাসীর জন্যে স্বাধীন নারীর শাস্তির অর্ধেক। প্রবন্ধকারের কথায় যদি ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে অর্ধেক মৃত্যু কিভাবে দেয়া যেতে পারে তা আমাদের জানা নেই।

(৩) নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে বাড়িয়া যায়, আল্লাহ্‌ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না (সূরা নিসা : ১৩৮)। আল্‌ কুরআনে কোথাও ধর্মত্যাগীর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। বরং উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, কেউ ২ বার ঈমান আনার পরও অস্বীকার করে পুনরায় ঈমান আনতে পারে। যদি প্রথমবার অস্বীকার করার ফলেই কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাহলে তার দ্বিতীয় বার ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হল কোথায়?

(৩২ পাতার পর)

লাভ এবং যাতে সে দীনের প্রকৃত খাদেম হতে পারে সে জন্য সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। এস, এম, সেলিম আহমদ, ঘাটুরা

দোয়ার আবেদন

আমার শ্রদ্ধেয়া দাদী মরহুম আবদুল আলীম ভুঁইয়ার স্ত্রী আইনক চান বিবি মুমূর্ষ অবস্থায় দীর্ঘ দিন যাবৎ শয্যাশায়ী রয়েছেন। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট তাঁর আশু রোগ মুক্তি ও সুস্থতার জন্য দোয়ার সবিশেষ অনুরোধ রইল।

সাইফুর রহমান এনাম কয়েক দিন ধরে জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী আছে। বর্তমানে তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা খাস অনুগ্রহে তাকে সুস্থতা প্রদান করেন। আমীর মাহমুদ ভূইয়া, বিষ্ণুপুর

শোক সংবাদ

ঢাকাস্থ নাথালপাড়া নিবাসী জনাব আহমদ খান সাহেব গত ১৬ই আগষ্ট '৯১ দিবাগত রাত্র ৩টার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি একজন মুসী ছিলেন। (নং ১০৭৩২)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বিধবা স্ত্রী, ৪ পুত্র এবং ২ মেয়ে রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহতা'লা মরহুমের পরিবারের সকলকে সাবরে জামীল দান করুন। (আহমদী বার্তা)

আহ্‌মদী

31st August, 1991

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan